প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার বিভিন্ন শহরে ব্যাপক বিক্ষোভ

সারে-জমিন

অধীর-সেলিম পরিয়ায়ী পাখি, বললেন অভিষেক

রূপসী বাংলা

মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের হিসাব নিকাশ বদলে যাচ্ছে

সম্পাদকীয়

শাওয়াল মাসের গুরুত্বপূর্ণ আমল

দাওয়াত

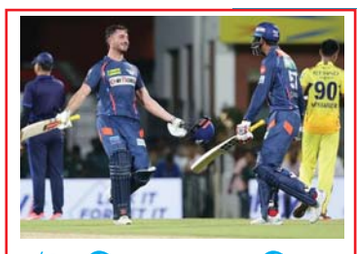

স্টয়নিসের সেঞ্চুরিতে লক্ষ্ণৌ আবার হারাল চেন্নাইকে

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
২৫ এপ্রিল, ২০২৪
১২ বৈশাখ ১৪৩১
১৫ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 112 ■ Daily APONZONE ■ 25 April 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

২৫০০০ স্কুল শিক্ষকের চাকরি খারিজের বিরুদ্ধে শীর্ষ কোর্টে রাজ্য সরকার

আপনজন ডেস্ক: গত সোমবার কলকাতা হাইকোর্ট পশ্চিমবঙ্গের স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ দেওয়া প্রায় ২৬ হাজার মানুষের চাকরিকে অবৈধ ঘোষণা করে তা বাতিলের আদেশ দিয়েছে। সেই আদেশের বিরুদ্ধে বুধবারসুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং রাজ্যের স্কুল সার্ভিস কমিশন।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গঠিত কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি শাব্বর রশিদির নেতৃত্বে গড়া ডিভিশন বেঞ্চ চাকরিতে দুর্নীতির অভিযোগে করা ১১২টি মামলার একত্রে শুনানি শেষে গত সোমবার ওই রায় দেয়। রায় ঘোষণার পরই এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই রায়কে অবৈধ বলে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার ঘোষণা দেন।

এরপর এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার বলেছিলেন, ‘সিবিআই তদন্তের পর আমরা অবৈধভাবে যাঁদের চাকরি দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের একটি তালিকা পাই। সেই তালিকায় অবৈধভাবে চাকরিপ্রাপ্তের সংখ্যা ছিল ৫ হাজার। অথচ চাকরি গেল যোগ্য প্রার্থীসহ ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের। তাই আমরা এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করছি।’

অন্যদিকে, কলকাতা হাইকোর্ট বুধবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এবং সিবিআইকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাকরি কেলেঙ্কারির চলমান তদন্তের আপডেট রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, ২০১৪ সালে টিচার্স এলিজিবিলিটি টেস্ট (টেট) পাস করা প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়োগের দিকে মনোনিবেশ করে।

বিচারপতি অমৃতা সিনহা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কথিত অনিয়ম এবং আদালতের নির্দেশে অর্থ লেনদেনের তদন্তকারী উভয় সংস্থাকে ১২ জুন পরবর্তী শুনানিতে তাদের অগ্রগতি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এই মামলায় তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের কথিত কর্মী সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বরের নমুনা নিয়ে ফরেনসিক রিপোর্ট দিয়েছে ইডি।

এজেন্সিগুলির প্রতিনিধিত্বকারী ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল ধীরাজ ত্রিবেদী এই মামলায় এখনও পর্যন্ত ১৩৪.৯৬ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার বিষয়টি তুলে ধরেন।

প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ মমতার

জনগণের পকেট মেরে সেই টাকা দিয়ে রোজ নিজের প্রচার করছেন

জে এ সেখ ● আউসগ্রাম

আপনজন: বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অসিত মালের সমর্থনে বুধবার আউসগ্রাম হাই স্কুল ফুটবল মাঠে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি জনসভায় অংশগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি পশ্চিমবাংলার মানুষের জন্য নানা প্রকল্প ও উন্নয়নের কথা তুলে ধরার পাশাপাশি বিজেপির মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হন এবং ভারতবর্ষ থেকে হটানোর ডাক দেন। তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি দীর্ঘ সময় ধরে ইলেকশন করার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন। বলেন, তিন মাস ধরে ইলেকশন চালাচ্ছো, একবার ভাববে না, কী গরম! মানুষের কত কষ্ট হয় এই কাঠফাটা রোদ্দুরে! তিনি আরো বলেন,এই নির্বাচনে যদি বিজেপি জেতে, আর দেশে কোনোদিন নির্বাচন হবে না। ভারতবর্ষের গণতন্ত্র আজ জেলে পরিণত হয়েছে। ওয়ান ইলেকশন, ওয়ান পার্টি, ওয়ান লিডার - আর কেউ ভারতবর্ষে থাকবে না। তিনি বিজেপির কার্যকলাপ প্রসঙ্গে বলেন, বিজেপি দেশ বিক্রি,জাতি বিক্রি, ধর্ম বিক্রি,অধিকার বিক্রি , সম্পত্তি বিক্রি, মানুষ বিক্রি - সব করে দেবে। উন্নয়নের কাজ নেই। একটাও বলতে পারছেন না দশ বছরে কী করেছেন। শুধু প্রচার করে যাচ্ছেন, আমি এটা করেছি। তিনি অভিযোগের সুরে বলেন, আমাদের কাজগুলোর প্রচার করে যাচ্ছেন উনি করেছেন বলে। এছাড়াও তিনি বিজেপির প্রচুর টাকা খরচ করে প্রচারের বিরুদ্ধেও সরব হন। তিনি বলেন, আমাদের পক্ষে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ওই প্রচারের পাল্টা প্রচার টিভি কাগজে অ্যাড দিয়ে করা সম্ভব নয়। তাই আমরা আমাদের কথা

মানুষের কাছে বলছি। যেটা বলছি নিজে কানে শুনবেন , নিজে চোখে দেখবেন।বিজেপির কথা শুনবেন না। দেখবেন না। ওরা মিথ্যে কথার দল মিথ্যে বলার দল। মমতা বর্তমানে নানা সমস্যা বিষয়ে বিজেপির নীরবতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, বিজেপি এখন বেকারের কথা বলছে না। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে, বলছে না। মেডিসিনের দাম বেড়ে গেছে, বলছে না। ব্যাংকের টাকা লোকে ঠিকমতো পাই না, সেগুলো বলছে না। সারা পৃথিবী আজকে ছি ছি করছে ওদের। তিনি আরো বলেন, আজকে শুধু বলছে এনআরসি করব। সিএএ করব। ইউনিভার্সাল সিভিল কোড করব। মানে, আপনার ধর্ম বিক্রি হয়ে যাবে। আপনার অধিকার বিক্রি হয়ে যাবে। আপনার সম্পত্তি কেড়ে নেবে। আপনাকে না খাইয়ে মারবে। আপনাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখে দেবে। আমরা থাকতে এই জিনিস আমরা করতে দেব না। তাই সারা দেশে সব মানুষের কাছে আবেদন, যে যেখানে (আছেন),বিজেপিকে ভোট দেওয়া যাবে না।দেশ বেচে দেবে। বিজেপি পার্টি একটা জুমলা পার্টি। একটা মিথ্যাবাদী। যত চোর- -ডাকাত-মাফিয়া দেখবেন যে, বিজেপিতে নাম লিখিয়েছে। কেন? অন্যদিকে, তৃণমুল নেতা কর্মীসমর্থকদের সাহস প্রসঙ্গে বলেন, যারা তৃণমূল করে তাদের বুকের পাটা আছে। তারা লড়াই করে বেঁচে আছে। আমাদের রোজ দশটা করে চিঠি পাঠায়। কখনো ইডি, কখনো আইটি, সিবিআই পাঠাচ্ছে। তিনি পাল্টা প্রশ্ন তুলে বলেন, ওদের চোর-ডাকাতদের একটাও চিঠি পাঠিয়েছে? বিজেপির কেউ অ্যারেস্ট হয়েছে? এপ্রসঙ্গে কেষ্ট অর্থাৎ অনুব্রত মণ্ডলের কথা টেনে নাম না করে শুভেন্দু অধিকারী কে খোঁচা দিয়ে বলেন, কেষ্ট যদি দুর্নীতির জন্য অ্যারেস্ট হয়ে থাকেন, তোমার গাদ্দার তো সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিবাজ,সে কেন অ্যারেস্ট হবে না! তিনি আরো বলেন,বিজেপি কোটি কোটি টাকা খরচ করে ফেক নিউজ তৈরি করে দাঙ্গা লাগায়। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করে। মা বোনেদের সম্মানহানি করে। বেকারের চাকরি কাড়ে। শ্রমিকের চাকরি কাড়ে। তাই তিনি জনতাকে সতর্ক করে বলেন , মনে রাখবেন এটা দিল্লির ইলেকশন। বাংলায় আমরা যত বেশি সিট পাবো । এই সিট গুলি নিয়ে আমরা দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটকে তত বেশি শক্তিশালী করতে পারব। আমরা মোদির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে দেশটা কীভাবে আগে চলতে পারে, মানুষকে সাহায্য করতে পারে- তার জন্য আমরা চেষ্টা করব। দেশের স্বয়ংশাসিত সংস্থাগুলির নিরপেক্ষতা নিয়েও তিনি আওয়াজ তোলেন। বলেন, এরা কোর্ট কিনে নিয়েছে। সিবিআই কিনে নিয়েছে। আমি সুপ্রিম কোর্টের কথা বলছি না। সুপ্রিমকোর্টের কাছে এখনো আমরা বিচারের আশায় আছি। এরা হাইকোর্ট কিনে নিয়েছে। এরা এনআইএ কিনে নিয়েছে। এরা বিএসএফ কিনে নিয়েছে। এরপরই গণমাধ্যমের ওপর প্রভাব খাটানো ও গৈরিকি করণের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। বলেন, দূরদর্শন- দেখবেন, তার রংটাও গেরুয়া করে দিয়েছে। শুধু বিজেপির কথা বলবে । আর “মোদি কা বাত” বলবে । আর আপনাকে শুনতে হবে। দেখবেনই না, বয়কট করে দেন। ওটা দেখলেই মাথা গরম হয়ে যাবে। সব স্টেশনগুলোর রং গেরুয়া করে দিচ্ছে। এবার বলে দেবে আপনাদেরও শুধু গেরুয়া রং পরতে হবে। তাহলে সাধুরা কি পরবে? যারা ত্যাগী হয়, তারা গেরুয়া পরে। আর বিজেপি তো ভোগী। ভোগীরা কেন গেরুয়া রং পরবে?

এদিনের ভিড় ঠাসা সভায় মমতা স্লোগান দেন, মোদী হটাও দেশ বাঁচাও, কখনো গলি গলি মে শোর হ্যায়/ বিজেপি চোর হ্যায়, কখনো এই বিজেপি আর নয়।

মোদী ধনীকুবেরদের নেতা, গরিবদের নয়: রাহুল গান্ধি

আপনজন ডেস্ক: প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করে বলেছেন নরেন্দ্র মোদি ২৫ জনকে কোটিপতি করেছেন কিন্তু কংগ্রেস সরকার গঠিত হলে দেশের কোটি কোটি মানুষ কোটিপতি হবে।

নরেন্দ্র মোদি পরাজয়ের ভয়ে কাঁপছেন, তাই তিনি একের পর এক মিথ্যা কথা বলছেন। তারা জানে যে ভারতের জনগণ বুঝতে পেরেছে যে নরেন্দ্র মোদী ধনকুবেরদের নেতা, গরিবদের নয়, তারা জানে ভারতের জনগণ সংবিধান রক্ষায় রুখে দাঁড়িয়েছে। তারা জানে নির্বাচন তাদের হাতের বাইরে।

রাহুল গান্ধি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তার দল বিজেপিকে আক্রমণ করেন।

তিনি বলেন, যখন থেকে আমি জাতি ভিত্তিক আদমশুমারির ধারণাটি সামনে রেখেছি, তখন থেকে সমস্ত তথাকথিত দেশপ্রেমিক ভয় পেয়েছে। এই আদমশুমারি আমার কাছে রাজনীতি নয়, এটা আমার জীবনের মিশন। কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসার সাথে সাথেই আমরা তা করব এবং এটাই আমার গ্যারান্টি।

তিনি বলেন, সমাজের সব শ্রেণির মানুষ তাদের অধিকার পাচ্ছে না। দলিত, আদিবাসী বা ওবিসিদের খুব কমই মিডিয়ার ম্যানেজমেন্ট স্তরে বা বেসরকারি হাসপাতাল এবং বড় কোম্পানিতে এমনকি বিচার বিভাগেও উপস্থিতি নেই। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা বলেন, আমি জাতপাত নয়, ন্যায়বিচারে আগ্রহী। ভারতে ৯০% মানুষের সাথে অন্যায় আচরণ করা হচ্ছে। আমরা বলেছি, যে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে যে কতটা অবিচার হচ্ছে এবং এটি কেবল বর্ণভিত্তিক আদমশুমারির মাধ্যমেই সম্ভব।

রাহুল গান্ধি প্রশ্ন করেন, আপনার কি এক্স-রে করার দরকার নেই?” আদমশুমারিতে একই এক্স-রে থাকবে। আমি এক্স-রে শব্দটি ব্যবহার করার সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রী এবং মিডিয়ার একটি নির্দিষ্ট অংশ আমার বিরুদ্ধে দেশকে বিভক্ত করার চেষ্টার অভিযোগ করতে শুরু করে।

রাহুল প্রশ্ন তোলেন, মনরেগা, জমি অধিগ্রহণ বিল, ভাট্টা পারসোল বা সামাজিক ন্যায়বিচারের মতো বিষয়গুলি কি গুরুত্বের বাইরে? কংগ্রেস নেতা প্রধানমন্ত্রীকে তার ‘কোটিপতি বন্ধুদের’ ২৫জনের ১.৬ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ মকুফ করার অভিযোগ তোলেন।

রাহুল বলেন, একই পরিমাণ অর্থ দেশের দরিদ্র কৃষকদের ঋণ মকুব করতে এবং বিলুপ্তির হাত থেকে তাদের জীবন বাঁচাতে ব্যবহার করা উচিত। সেই কাজ বিজেপি কোনওভাবেই করতে চায় না।

দ্বিতীয় দফায় বাংলার সব বুথে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী: কমিশন

আপনজন ডেস্ক: ভারতের নির্বাচন কমিশন বুধবার জানিয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি লোকসভা কেন্দ্রের দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণ হতে চলেছে সেগুলির ৯৮ শতাংশ ভোটগ্রহণ ‘সঙ্কটজনক’, যার কারণে এই আসনগুলির সমস্ত ভোটকেন্দ্রে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে।

আগামী ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে ভোট হবে। দ্বিতীয় দফার ভোটে এসব আসনের ৯৮ শতাংশ ভোটকেন্দ্রকে সংকটাপন্ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে।

পাশাপাশি, ভোটের দিন কোনও গোলমাল হলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ২৭২ কোম্পানি সিএপিএফ (সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স) থাকবে।

এছাড়াও অতিরিক্ত ১২,৯৮৩ জন রাজ্য পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হবে। বালুরঘাটে ৭৩ কোম্পানি, রায়গঞ্জে ৬০ কোম্পানি, দার্জিলিং ও ইসলামপুরে ৫১টি করে করে, শিলিগুড়িতে ২১টি এবং কালিম্পংয়ে ১৬টি কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর একটি কোম্পানিতে প্রায় ১০০ জন জওয়ান থাকে।

এদিকে, ১৩ মে চতুর্থ দফায় ভোট হতে যাওয়া আসনগুলির জন্য এখন পর্যন্ত ৫৩টি মনোনয়ন জমা পড়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ বৃহস্পতিবার, যা শুক্রবার যাচাই-বাছাই করা হবে।

বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, বর্ধমান পূর্ব, বর্ধমান-দুর্গাপুর, আসানসোল, বোলপুর ও বীরভূম আসনে ভোট হবে ১৩ মে।

মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ২৯ এপ্রিল।

উল্লেখ্য, রামনবমীকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের কারণে মুর্শিদাবাদে লোকসভা ভোট এই মুহূর্তে না করার আর্জি জানিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম বলেন, যেখানে মানুষ ৮ ঘণ্টা শান্তিপূর্ণ ভাবে নিজেদের উৎসব পালন করতে পারেন না, সেখানে এই মুহূর্তে ভোটের প্রয়োজন নেই।

নামী, তবে দামি নয়

নিকটবর্তী ফার্নিচার দোকানে আজই খোঁজ করুন

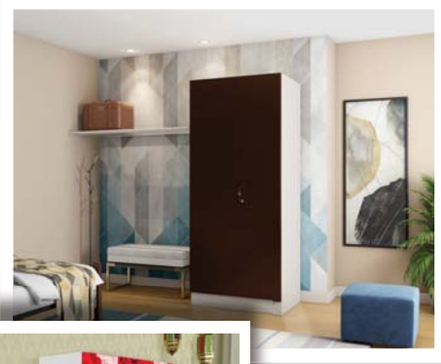

ডিজিটাল প্রিন্টেড আলমারি
নন-প্রিন্টেড কালার আলমারি

RIMEX
We Make Furniture For Needs

ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৭৩২৮৮০১১০

Since 2011

প্রিমিয়ার কোয়ালিটি
পাউডার কোটেড

ভর্তি চলিতেছে ভর্তি চলিতেছে

দারুল উলুম তাজবীদুল কোরান

(মাদ্রাসা ও মদিনা মিশন)

গ্রাম ও পোঃ- চৌহাটি, থানা সোনারপুর,
কলকাতা- ৭০০১৪৯ Regd.No.- ১০৩৩/০০২৪১

১। আরবী আওয়াল হইতে সোম জামাত (কাফিয়া)। ২। তজবীদ সহ হিফজ মোকাম্মাল। ৩। কেরাত বিভাগ হিফস মোকাম্মাল। ৪। কম্পিউটার শিক্ষা ৫ম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত। ৫। ট্রেলারের কাজ শেখানো হয়। ৬। আসর বাদ হইতে মগরিব পর্যন্ত। ৪র্থ শ্রেণি হইতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক স্কুল বোর্ডের পড়া পড়ানো হয়। সরকারি সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা ও সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। ৭। চার টাইম খাবার দেওয়া হয়। ৮। গরিব এতীমদের বিনামূল্যে খাবার, বস্ত্র, ঔষধ-এর ব্যবস্থা আছে।

যে সমস্ত ছাত্ররা ভর্তি হইতে ইচ্ছুক তারা শীঘ্রই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

সভাপতি: মুফতি লিয়াকাত সাহেব (যুগদিয়া), হাজী ইনতাজ আলি শাহ প্রাক্তন বিচারক, হাজি ইউসুফ মোল্লা, হাজি আব্দুল্লাহ সরদার
সম্পাদক: মাওঃ ইমাম হোসেন মাযাহারী, হাজি আব্দুল রহমান মোল্লা, মাস্টার আবুল বাশার সাহেব

যাঁরা ইনকাম ট্যাক্সের ছাড় নিতে ইচ্ছুক তাহারা এনজিও রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে জাকাত, ফিতরা, সাদকা দিয়ে এই সুবিধা নিতে পারবেন এবং গরীব এতীম ছাত্ররা এখানে পড়াশোনা করে, আপনি আপনার সন্তানের ন্যায় এই মাদ্রাসার সহযোগিতা করুন। আল্লাহ আপনার সহযোগিতা করিবেন ইনশাআল্লাহ।

নীচে দেওয়া হল আমাদের ব্যাঙ্ক একাউন্ট নাম্বার ও রেজিস্ট্রেশন নাম্বার

INCOME TAX APPROVAL NO: 10 B
Registration No: AACTM5965EF20214
SBI A/C NO: AC30800716497 IFC CODE: SBIN0001451
Mob: 9830401057 / 9051758393

প্রথম নজর

খাদ্য দফতরে চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণা!

বাবলু প্রামানিক ● নরেন্দ্রপুর

আপনজন: শিক্ষক দফতরে প্রতারণার জন্য প্যানেল বাতিল করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। এবার খাদ্য দপ্তরের চাকরি করে দেওয়ার প্রতারণায় গ্রেপ্তার হল ২ জন।খাদ্য দপ্তরে চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষাধিক টাকার প্রতারণা ঘটনায় গ্রেপ্তার ২। এই দুজনকে গ্রেফতার করল নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের আজ বারুইপুর মহাকুমা আদালতে পেশ করা হবে। ধৃতদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিজেদের হেফাজতে নেবে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। সরকারি নথি জাল করে খাদ্য দপ্তরে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ। ঘটনায় গ্রেফতার শম্ভুনাথ মিস্ত্রি এবং সমীরন হালদার। শম্ভুনাথের বাড়ি হারউড পয়েন্ট কোস্টাল থানা এলাকায় এবং সমীরনের বাড়ি কুল্পিতে। দুজনেই এই কাজের মাস্টারমাইন্ড বলে খবর। তবে এই চক্রে আরো অনেকেই জড়িত আছে বলে মনে করছে পুলিশ। অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই বিষয়ে তদন্ত করছে পুলিশ। নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার বাসিন্দা এক মহিলাকে খাদ্য দপ্তরে চাকরি দেওয়ার নাম করে তার কাছ থেকে ৮ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়। সরকারি নথি জাল করে ওই মহিলাকে ভুয়ো নিয়োগপত্র এবং জাল অর্ডার কপি দেওয়া হয়। বিষয়টি বুঝতে পেরে তিনি নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত নেমেই দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে নয়া অধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বুধবার বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত মঠের ট্রাস্টি বোর্ড এবং মিশনের গভর্নিং বডির সভায় স্বামী গৌতমানন্দজি মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ১৭তম সঙ্ঘাধ্যক্ষ হলেন। মঠ সূত্রের খবর, স্বামী বিমলাত্মানন্দজি মহারাজ এবং স্বামী দিব্যানন্দজি মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

আম আদমি পার্টির বহু সমর্থক কংগ্রেসে যোগ দিলেন মালদায়

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বুধবার সন্ধ্যায় মালদা জেলার কংগ্রেস কার্যালয় হায়াত ভবনে কংগ্রেসে যোগদান করলেন আপ থেকে আগত মালদা জেলার বিভিন্ন ব্লকের নেতা ও সদস্যরা। এদিন আপের প্রথম সারির কর্মকর্তা প্রাক্তন সম্পাদক ডক্টর সিদ্ধার্থ শংকর ঘোষের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী, উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি কালী সাধন রায়, মালদা জেলার কংগ্রেসের যুব সভাপতি সারোয়ার জাহান সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। আপ থেকে আগত সদস্যরা জানান, আপের শক্তি বৃদ্ধি হয়নি । তেমনি আপের সদস্যরা মনে করেন গোটা দেশে এখন কংগ্রেসী একমাত্র দল যা দেশকে দিশা দেখাতে পারে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, মূল্যবোধ, দেশের গৌরব ঐতিহ্য নিয়ে আগামীতে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে কংগ্রেস। উন্নয়ন এবং সামগ্রিক দিশা দেখে তাদের কংগ্রেসের যোগদান বলে জানিয়েছেন আপ থেকে আগত কংগ্রেসে যোগদানকারী নেতা ড সিদ্ধার্থ শংকর ঘোষ।ড সিদ্ধার্থ শংকর ঘোষ একজন উঠে আসা গ্রাম বাংলার প্রতিভাবান নেতা এবং একটি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক । শুরুতেই একটি হাইস্কুলের শিক্ষক থেকে অধ্যাপনা যুক্ত হয়েছেন। স্বভাবতই তার এই যোগদানে কংগ্রেস যথেষ্ট খুশি। কংগ্রেসের দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের বিদাযী সংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী জানান, ক্রমশ কংগ্রেস শক্তিশালী হচ্ছে এবং আগামীতে কংগ্রেসী দেশকে দিশা দেখাবে এবং গোটা দেশে কংগ্রেসের কোন বিকল্প নেই। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ছেলে রাহুল গান্ধী নেতৃত্বে কংগ্রেস নতুন করে দিশা দেখাচ্ছে। রাহুল গান্ধী নেতৃত্বেই কর্মসংস্থান, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং দেশকে শক্তিশালী করতে এই ধরনের যোগদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল ও কংগ্রেসের নেতারা।

হজ যাত্রীদের স্বাস্থ্য শিবির ডায়মন্ড হারবারে

নকীব উদ্দিন গাজী ও বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ডহারবার

আপনজন: আগামী ৯ তারিখ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত শুরু হচ্ছে হজযাত্রা। আর সেই হজ যাত্রা করতে প্রয়োজন মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট। আর তাই রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে ও ডায়মন্ডহারবার স্বাস্থ্য জেলার সহযোগিতায় ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ সাব ডিভিশনের প্রায় ১৬৭ জন হজ যাত্রীর জন্য ভ্যাকসিনেশন এর ব্যবস্থা করল ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর জয়ন্ত শকুল। বুধবার দিন এই বিষয়ে ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজে একটি ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় যেখানে মহিলা পুরুষ মিলিয়ে ১৬৭জন হজযাত্রী এই ভ্যাকসিনেশন নেন। মূলত তিন ধরনের ভ্যাকসিনেশন দেওয়া হয় হজযাত্রীদের যার মধ্যে রয়েছে মেনিঞ্জ কোকাল ভ্যাকসিন, ইনফ্লুয়েঞ্জার ভ্যাকসিন ও পোলিও ভ্যাকসিন। এই তিন ধরনের ভ্যাকসিনেশন দেওয়া হয়। এদিন এই ক্যাম্পের আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জয়ন্ত কুমার শুকুল, বিশেষ দায়িত্বে ছিলেন ডেপুটি সি এম ও এইচ ডাঃ সোনালী দাস,এছাড়াও ডাঃ মোঃ আকবর হোসেন সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীবৃন্দ প্রমুখ। ডা. জয়ন্ত কুমার শুকুল তিনি বলেন, ভারত সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশিকা মেনে পবিত্র হজ যাত্রীদের পোলিও ভ্যাকসিন সেই সাথে সেই ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন এবং নিউমো কক্কাল ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। হজযাত্রীদের পাশাপাশি মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেটটা তুলে দেওয়া হয় মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর পক্ষ থেকে। যাতে হজযাত্রীরা নির্বিঘ্নে ও সুস্থভাবে হজযাত্রা করতে পারে তার জন্য রাজ্য সরকার প্রতিবারই হজযাত্রীদের পাশে ছিল আর এবার তাদের পাশে আছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

বিদ্বেষ ভাষণের জন্য মোদিকে নিষিদ্ধ করার দাবি দেশ বাঁচাও মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সোদপুর

আপনজন: রবিবার রাজস্থানে এক নির্বাচনী জনসভায় খুল্লামখুল্লা সাম্প্রদায়িক প্রচারে শান দিয়ে তীব্র বিতর্কে জড়ান নরেন্দ্র মোদি। যা নিয়ে গোটা দেশের রাজনীতি তোলপাড় চলছে। এমতাবস্থায় মঙ্গলবার কলকাতায় নির্বাচন কমিশনের অফিসে গিয়ে ডেপুটেশন দিল 'সংবিধান বাঁচাও দেশ বাঁচাও মঞ্চ'। সেখানে মঞ্চের নেতারা অভিযোগ করেছেন, ১৯৫১ সালের আইন অনুযায়ী ১২৩(৩) ধারা সরাসরি লঙ্ঘন করেছেন বিজেপির তারকা প্রচারক নরেন্দ্র মোদি। এই ধারা মোতাবেক এ ধরনের ঘৃণা-বিদ্বেষমূলক প্রচারকে নির্বাচনী দুর্নীতি বলে অভিহিত করা হয়েছে। মঞ্চের অন্যতম নেতা শাদাব মাসুম

বলেন, নির্বাচনে শুধুমাত্র হিন্দু-মুসলিম বিভাজন ও মেরুকরণ তীব্র করে তাদের টার্গেট ভোটব্যাঙ্ক এককাট্টা করতে হীন প্রয়াস চালাচ্ছেন বিজেপির স্টার ক্যাম্পেইনার নরেন্দ্র মোদি। এটা সরাসরি নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন। তাই তাঁরা দাবি করেছেন, নরেন্দ্র মোদি যেন আগামী দিনে আর ভোট প্রচারে এ ধরনের জঘন্য বিদ্বেষ ও বিভাজনমূলক বক্তব্য না রাখতে পারেন, সেজন্য তাঁকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে নিষিদ্ধ করতে হবে। এদিন রাজ্য নির্বাচন কমিশনে ডেপুটেশন জমা দেন মঞ্চের আহ্বায়ক শক্তিমান ঘোষ, প্রসূণ ভৌমিক, ছোটন দাস ও শাদাব মাসুম প্রমুখ। উল্লেখ্য, রবিবার রাজস্থানে দলীয় নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে কোনও রাখঢাক না রেখে সরাসরি মুসলিমদের চরম অবমাননা করে বক্তব্য রাখেন মোদি। তিনি বলেন, মনমোহন সিংয়ের সরকার বলেছিল, দেশের সম্পদে মুসলিমদের হিসসা দেওয়া হবে। কংগ্রেস চায় ঘুসপেটিয়াদেরকে এ দেশের প্রথম শ্রেণির নাগরিক বানাতে। যারা একের পর এক বাচ্চা পয়দা করে চলে, সেই মুসলিমদের কংগ্রেস অগ্রাধিকার দিতে চায়।

অধীর-সেলিম পরিয়ায়ী পাখি, মুর্শিদাবাদে বললেন অভিষেক

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: অধীর রঞ্জন চৌধুরী এবং মহম্মদ সেলিমকে পরিযায়ী পাখি বলে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি। বুধবার মুর্শিদাবাদ জেলায় নির্বাচনী জনসভা ও রোড শো করেন অভিষেক।

জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা বিদায়ী সাংসদ খলিলুর রহমানের সমর্থনে রঘুনাথগঞ্জের বড়শিমুল অ্যাপ্লেক্স ময়দানে নির্বাচনী জনসভা করেন অভিষেক। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের বিদায়ী সংসদ তথা তৃণমূল প্রার্থী আবু তাহের খানের সমর্থনে জলঙ্গি বিডিও অফিস মোড় থেকে জলঙ্গি পদ্মাভবন পর্যন্ত তিন কিলোমিটার জুড়ে রোড শো করেন তিনি। রঘুনাথগঞ্জের সভা থেকে এবং রোড শো শেষে জলঙ্গি পদ্মা ভবন মোড়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'তথাকথিত বাম-কংগ্রেস জোটের প্রার্থী মহম্মদ সেলিম ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে রায়গঞ্জে দাঁড়িয়ে এক লক্ষ ৮৩ হাজার ভোট কেটে বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী রায় কে সুযোগ করে দিয়েছিল। কখনো রায়গঞ্জ, কখনো উত্তর কলকাতা, আবার কখনো মুর্শিদাবাদে ভোট কাটতে আসে এরা।'

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী এবং সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক তথা মুর্শিদাবাদ লোকসভার প্রার্থী মহম্মদ সেলিমকে পরিযায়ী পাখি বলে কটাক্ষ করেন অভিষেক। তিনি বলেন, 'বসন্তের সময় যেমন পরিযায়ী পাখির দেখা মেলে, তেমনি ভোটের সময় পরিযায়ী নেতাদের দেখা মেলে। বাংলার অধিকার নিয়ে অথবা আপনার দাবি নিয়ে কখনো এরা মুখ খোলে না।' দলবদলের কথা উস্কে অভিষেক বলেন, 'যতজন বিধায়ক-সাংসদকে বিজেপিতে যোগদান করানো হয়েছে, ঠিক ততজন বিধায়ক-সাংসদকে বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগদান করিয়েছি। দরজা বন্ধ রেখেছি, খুলে দিলে বিজেপি দলটাই রাজ্য থেকে উঠে যাবে। ১০ জন বিধায়ক যোগদান করার জন্য এখনো লাইনে আছে।' নরেন্দ্র মোদির ১০ বছরের ট্রেলার প্রসঙ্গ কেউ মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি অভিষেক। তিনি বলেন, 'দশ বছরে মূল্যবৃদ্ধি দ্বিগুণ হয়েছে, এটা যদি ট্রেলার হয় তাহলে পুরো সিনেমা হলে কত গুন মূল্যবৃদ্ধি হবে ভাবুন।'

মীনাক্ষীদের পাশে নিয়ে নমিনেশন জমা দিলেন অধীর চৌধুরী

রঙ্গিলা খাতুন ● বহরমপুর

আপনজন: বহরমপুরের পাঁচ বারের সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। বুধবার ষষ্ঠবারের জন্য লোকসভা ভোটে মনোনয়ন পেশ করলেন অধীরবাবু। উল্লেখযোগ্য ভাবে তাঁর সেই মনোনয়ন পেশের সময়ে পাশে থাকলেন ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ও রাজ্য সভাপতি ধ্রুবজ্যোতি সাহা। বুধবার বাম কংগ্রেস সমর্থনে বিরাট মিছিল করে বহরমপুর লোকসভার কংগ্রেসের প্রার্থী অধীর রঞ্জন চৌধুরীর মোনোনয়ন পত্র জমা করেন। এদিন বহরমপুরের টেক্সটাইল মোড় থেকে মিছিল করে মনোনয়ন জমা দিতে পৌঁছন অধীর চৌধুরী। সেই মিছিলে কংগ্রেস সমর্থকদের ভিড় ও উৎসাহ ছিল দেখার মতো।

এদিন অনন্য জোটের চিত্র দেখা গেল বহরমপুরে। যার মোদ্দা বিষয় একটাই–সারা বাংলায় ষোল আনা না হোক, অন্তত মুর্শিদাবাদ জেলায় ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়ছে বাম ও কংগ্রেস। ১৯৯৯ অধীর চৌধুরী প্রথমবার কংগ্রেসের প্রতীকে বহরমপুর কেন্দ্র থেকে আরএসপি প্রার্থী প্রমথেশ মুখার্জিকে হারিয়ে জয়ী হন। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত অধীর চৌধুরীর জয়ের অশ্বমেধের ঘোড়া বহরমপুর কেন্দ্রে থামানো যায়নি। তবে এই প্রথমবার বামেদের সঙ্গে জোট করে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে লড়তে নেমেছেন অধীর চৌধুরী। বহরমপুর কেন্দ্র থেকে ইতিমধ্যে মনোনয়ন পত্র জমা করেছেন বিজেপি প্রার্থী ডাঃ নির্মল সাহা এবং তৃণমূলের ইউসুফ পাঠান। অনেকেই মনে করছেন এবারের লড়াই অধীর চৌধুরীর কাছে অন্য নির্বাচনগুলির তুলনায় অনেক কঠিন হতে চলেছে। গত বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭ টি বিধানসভা এলাকাতেই পিছিয়ে রয়েছে কংগ্রেস। যদিও অধীর চৌধুরী বলেন, বামেরা সার্বিকভাবে সাহায্য করছে তার সঙ্গে মানুষের দোওয়া আশির্বাদে এবারও বিপুল ভোট জয়ী হবো। যদিও যদিও মুর্শিদাবাদের সিপিএম প্রার্থী তথা রাজ্য সম্পাদক মোহম্মদ সেলিমের থাকার কথা থাকলেও তিনি উপস্থিত ছিলেন না এ বিষয়ে অধীর চৌধুরীর বলেন, তিনি থাকতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমি বলেছি আপনি ভোট প্রচার করুন অসুবিধা নেই তার বদলে মীনাক্ষীরা ছিল।

স্বরূপনগর থেকে 'লিড' হবে ৬০ হাজার, আশাবাদী তৃণমূল প্রার্থী

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: 'বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের স্বরুপনগর বিধানসভা এলাকা থেকে এবারের লোকসভা নির্বাচনে ৬০ হাজার ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়ে থাকবে' বলে আশাবাদী তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস। বুধবার স্বরূপনগর পশ্চিম ব্লকে নির্বাচনী প্রচারে এসে অকপটে জানান তিনি। অন্যদিকে স্বরূপনগর পশ্চিম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের অবজারভার তৃণমূল নেতা নারায়ন চন্দ্র কর বলেন, 'শুধুমাত্র পশ্চিম ব্লক থেকে প্রায় কুড়ি হাজার ভোটে বিশ্বজিৎ দাস জয়ী হবে।' গত লোকসভা নির্বাচনে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি জয়ের পর পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনে সব মিলিয়ে তৃণমূলের ফল বেশ খারাপই হয়েছিল। তবে স্বরূপনগরে ২০১১ সাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেস ভালো ফল করে আসছে। এবারও স্বরূপনগর বিধানসভা এলাকাকে পাখির চোখ করে তীব্র গরমেও দিনভর প্রচারে দেখা যাচ্ছে তৃণমূল প্রার্থীকে। এ দিন সকাল থেকেই প্রচার সঙ্গী হিসাবে ছিলেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সহ-সভানেত্রী সঙ্গীতা কর কুণ্ড। হুট খোলা গাড়িতে, কখনো হেঁটে, কখনো মন্দিরে-মসজিদে, কখনো মিছিল করে জনসংযোগের মাধ্যমে যেমন নির্বাচনী প্রচার সারছিলেন বিশ্বজিৎ অন্যদিকে কয়েকশ মোটরসাইকেলে এবং শতাধিক টোটোতে করে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা বিশ্বজিৎ দাসের সাথে পরিক্রমা করেন। সাথে ব্যান্ড পার্টি, পুষ্প বৃষ্টি এবং তৃণমূলের বিভিন্ন গানের উপস্থাপনা বিজয় মিছিলের রূপ নেয়। তেপুল মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মেদিয়া থেকে শুরু করে, শগুনা গ্রাম পঞ্চায়েত, চারঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত রামচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা পরিক্রমা করে বিশ্বজিৎ দাস। সবকিছুর পরেও এই স্বরূপনগরে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল রাজ্য নেতৃত্বদের মাথাব্যথার কারণ হলেও সবকিছু উপেক্ষা করেই তৃণমূল কংগ্রেস এবারের লোকসভা নির্বাচনে স্বরুপনগর থেকে বিপুল ভোটে জিতবে বলে আশাবাদী তৃণমূল নেতৃত্বরাই। বিগত দিনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৯ সালে লোকসভা ভোটে বিজেপির শান্তনু ঠাকুর জয়লাভ করেন ১,১১,৫৯৪ ভোটের ব্যবধানে । স্বরূপনগর থেকে শান্তনু পেয়েছিলেন ৬৮,২০৩টি ভোট । তৃণমূলের মমতা ঠাকুর পান ৯২,১৭৪ ভোট । ২০২১ বিধানসভা ভোটে তৃণমূল প্রার্থী বীণা মণ্ডল জিতেছিলেন ৩৪,৮০০ ভোটের ব্যবধানে । বীণা পেয়েছিলেন ৯৯,৭৮৪ ভোট । বিজেপি প্রার্থী বৃন্দাবন সরকার পেয়েছিলেন ৬৪,৯৮৪ ভোট। পঞ্চায়েত ভোটে স্বরূপনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ১২টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ১১টিতে তৃণমূল জয়লাভ করেছিল । জেলা পরিষদের তিনটি আসনের সব ক'টিতে তৃণমূল জয়ী হয় । স্বরূপনগর পঞ্চায়েত সমিতির ৩০টি আসনের সব ক'টি পায় তৃণমূল । এবারের লোকসভা নির্বাচনে অবশ্য সমস্ত জয়ের ঊর্ধ্বসীমা ছাপিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস স্বরূপনগর বিধানসভা এলাকা থেকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে বলে আশাবাদী ঘাসফুল শিবির।

তপন ব্লকে আগুনে পুড়ে ছাই দুটি বাড়ি

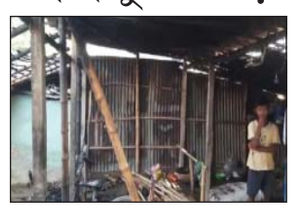

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল দুটি বাড়ি। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছাড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের ৪ নং হরসুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মালাহার এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকার বাসিন্দা রঞ্জিত লোহার ও সঞ্জিত লোহার। তাঁরা ভিন রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করেন। এদিন শর্ট সার্কিটে জেরে তাঁদের বাড়িতে আগুন লেগে যায়। যদিও ঘটনার সময় বাড়িতে তাঁরা কেউ ছিলেন না। বিষয়টি নজরে আসতেই আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায় স্থানীয়রা। পাশাপাশি স্থানীয়দের তরফে খবর দেয়া হয় দমকল এবং তপন থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন।

শান্তিনিকেতন মেডিকেলে আলোচনা সভা

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বীরভূম জেলা যক্ষ্মা সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ সহযোগিতায় বীরভূমের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকেরৎএর পক্ষ থেকে বুধবার যক্ষ্মা এবং জাতীয় নির্মূল কর্মসূচীর উপর একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডাঃ গৌতম নারায়ণ সরকার, বিভাগীয় প্রধান, চিকিৎসক, এমবিবিএস শিক্ষার্থী, নার্সিং স্টাফ, প্যারামেডিক্যাল স্টাফ, ফার্মাসিস্ট, ল্যাব টেকনিশিয়ান সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। এই প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য হল যক্ষ্মা রোগ নির্মূল কর্মসূচির সাথে প্যারামেডিক্যাল কর্মীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সাজদা-র সমর্থনে বাইক মিছিল বাগনানে

সুরজীৎ আদক ● বাগনান

আপনজন: বুধবার সকাল আটটা থেকে বাগনান-২ নং ব্লকের দেউলটি সামতাবেড়ের কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করার পরেই এদিনের প্রথম পর্বের প্রচার ও জনসংযোগ শুরু করেন উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সাজদা আহমেদ। এরপর তিনি ওই ব্লকের একাধিক এলাকায় হুড খোলা গাড়ীতে করে চেপে প্রচার চালান সঙ্গে ছিলেন হাওড়া গ্রামীন জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বাগনান কেন্দ্রের বিধায়ক অরুণাভ সেন।প্রথম পর্ব প্রচারের পর বিকেলের দিকে বাগনান-২ নং ব্লকের দ্বিতীয়ার্ধে'ও বেশ কিছু এলাকা প্রচার ও জনসংযোগ সারেন প্রার্থী সাজদা আহমেদ।প্রচারে বেরিয়ে প্রার্থী জানান,"প্রচারের দিক থেকে বিরোধীদের মাঠে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছেনা,তাই এই নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নই হবে আমাদের জয়ের মূল মন্ত্র"। বিধায়ক অরুণাভ সেন জানান,প্রচারের দিক থেকে আমাদের প্রার্থী সাজদা আহমেদ যেভাবে মানুষের সাড়া পাচ্ছেন তা থেকে আমরা বলতে পারি বিগত নির্বাচনের তুলনায় আরও বেশি সংখ্যক ভোটে জয়লাভ করা কেবল সময়ের অপেক্ষা মাত্র!এদিনের এই প্রচার ও জনসংযোগে প্রার্থী এবং বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হাওড়া গ্রামীন জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক পঞ্চানন দাস,হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্য জিয়াউর রহমান, বাগনান কেন্দ্রের দলের সভাপতি নয়ন হালদার,বাগনান-১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৌসুমী সেন,পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সমীর সামন্ত,বাগনান কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তৈবুর মোল্লা(বাপি) যুব সভাপতি বিশ্বজিত পাল,যুব নেতা দ্বীপ সরকার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।এদিনের এই প্রচার গাড়ির সাথে সাথে কয়েক শত বাইকে প্রায় কয়েক হাজার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকেরা মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।এবং রাস্তার দু'পাশেও অসংখ্য মানুষও প্রার্থী-কে দুহাত ভরে আশীর্বাদ করেন।

বিরোধীদের এক ইঞ্চি জমি ছাড়া নয়, সুজিত বসুর বার্তা বসিরহাটে

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী শেখ নুরুল ইসলামের সমর্থনে বুধবার বসিরহাটে এক নির্বাচনী কর্মীসভায় বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে দলীয়ভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু বলেন, বিরোধীদের এক ইঞ্চি জমিও ছাড়া হবে না। বসিরহাটে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় নিশ্চিত। বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী শেখ নুরুল ইসলাম বলেন, উন্নয়নের নিরিখে বাংলার মানুষ মমতার সঙ্গে আছে। তিনি জনগণের কাছে এই ভোটটাকে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করতে চান এবং কাজের মধ্যে দিয়ে তা পরিশোধ করবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করে। বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি বলেন, বসিরহাটের মাটি তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্জয় ঘাঁটি। জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ বলেন, রেকর্ড মার্জিনে হাজী নুরুলকে জেতাতে আমরা ময়দানে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুকুমার মাহাতো,বিধায়ক রফিকুল ইসলাম মন্ডল,বিধায়ক ঊষারানী মন্ডল,বাদল মিত্র,জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বুরহানুল মোকাদ্দিম, বারাসাত ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ,টাকি পুরসভার পৌরপ্রধান সোমনাথ মুখার্জি,টাকি শহর তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ দাস, বসিরহাট পুরসভার পৌরপ্রধান অদিতি মিত্র,সুবীর সরকার, বসিরহাট শহর তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ ঘোষ, সাংগঠনিক সংখ্যালঘু সভাপতি ইয়াকুব আলী, সুব্রত ঘোষ,সমীক রায় অধিকারী, সাহাবুদ্দিন মন্ডল, রবিউল ইসলাম প্রমুখ।

প্রথম নজর

মক্কা-মদিনায় ভারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস

আপনজন ডেস্ক: মরুভূমির দেশ সৌদি আরবের বিখ্যাত দুই শহর মক্কা ও মদিনায় ভারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছেন দেশটির আবহাওয়াবিদরা। তারা বলছেন, আগামী সপ্তাহে শহর দুটিতে তুমুল বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার (২৪ এপ্রিল) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম গাল্ফ নিউজ। সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশে ভারি বৃষ্টিপাতের ঘটনা ঘটেছে। সৌদি আরবে বৃষ্টিপাতে ডুবে গেছে রাস্তাঘাট। বৃষ্টির পানির স্রোতে গাড়ি ভেসে যাওয়ার এক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।
সৌদির জাতীয় আবহাওয়া সংস্থা জানায়, দেশটির পশ্চিমাঞ্চলে ৫০-৬০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মূলত মক্কা ও মদিনাতেই এই বৃষ্টি বেশি হবে।
সংস্থা মুখপাত্র হুসেইন আল কাহতানি জানান, এক ঘণ্টায় মুনিফাহ শহরে ৪২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরবে এমন ভারি বৃষ্টিপাতের ঘটনা বিরল। তবে সম্প্রতি সৌদি আরব, ওমান, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাতে তুমুল বৃষ্টি হয়েছে। আমিরাতে দুবাইয়ে বৃষ্টির পানিতে ডুবে গেছে অনেক পথ। এমনকি বৃষ্টির পানিতে ডুবে গেছে বিমানবন্দরও।

কমলা মেঘে ঢেকে গেল গ্রিসের আকাশ

আপনজন ডেস্ক: সাহারা মরুভূমি থেকে উড়ে আসা ধূলিকণায় গ্রিসের রাজধানী এথেন্স ও অন্যান্য শহর ঢেকে গেছে। এর ফলে কমলা রঙে রূপ নেয় গ্রিসের আকাশ। যেন কমলা রঙের মেঘ নেমে এসেছে গ্রিসজুড়ে।
দেশটির সরকারি কর্মকর্তারা বলেছেন, ২০১৮ সালের পর এবারই প্রথম এই ধরনের ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে গ্রিস। গ্রিসের আবহাওয়াবিষয়ক সংস্থা এথেন্স অবজারভেটরির গবেষণা পরিচালক কোস্টাস লাগোয়ার্দোস বলেন, কমলা রঙের এই ধূলিকণার আস্তরণ বিশেষ করে ক্রিট দ্বীপে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করেছে। এদিকে উত্তর আফ্রিকা থেকে আসা এই ধূলিকণা ছড়িয়ে পড়েছে সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্সের দক্ষিণের কিছু অঞ্চলেও।
গ্রিসের আবহাওয়া সেবা সংস্থা জানায়, বুধবার থেকে দেশের আকাশ পরিষ্কার শুরু হতে পারে। লোকজনকে ঘরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বাইরে বের হলে মাস্ক পরতে বলা হয়েছে।
এদিকে মঙ্গলবার গ্রিসের কয়েকটি অঞ্চলে দাবানলের ঘটনা ঘটেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে ২৫টি দাবানলের তথ্য পেয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
সাহারা মরুভূমি থেকে ধূলিকণার মেঘ ভেসে আসার ঘটনা নতুন নয়। বালুঝড়ে ধুলোবালি ওড়ে আশপাশের অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। অপেক্ষাকৃত ছোট ও হালকা ধুলো বায়ুমণ্ডলে জমে 'ধুলো মেঘের' সৃষ্টি করে। প্রবল বাতাসে এর বেশিরভাগ ইউরোপের দেশে ভেসে আসে।

প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার বিভিন্ন শহরে ব্যাপক বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: অর্থনৈতিক সংস্কারের অংশ হিসেবে সরকারি কর্মী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক বরাদ্দ কাটছাঁট করার প্রতিবাদে রাজধানী বুয়েন্স এইরেসসহ আর্জেন্টিনার বিভিন্ন শহরে ব্যাপক সরকারবিরোধী বিক্ষোভ হয়েছে। রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার শুধু রাজধানী বুয়েনস এইরেসেই বিক্ষোভ করেছেন লক্ষাধিক মানুষ। আর্জেন্টিনার স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ও রাজনীতি বিশ্লেষকদের মতে, দেশটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট জেভিয়ের মিলেই ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এই প্রথম এত বড় আকারের সরকারবিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয়েছে আর্জেন্টিনায়। বিশেষ করে এই প্রথম বিক্ষোভে ব্যাপক সংখ্যায় অংশ নিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। বুয়েন্স এইরেসের বিভিন্ন সড়কে সংঘটিত বিক্ষোভ মিছিলেও নেতৃত্ব দিয়েছেন তারা। 'সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বাঁচাও', 'শিক্ষা আমার অধিকার', 'ফের বরাদ্দ চালু করো, মিলেই'র পরিকল্পনা বাতিল করো' প্রভৃতি স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন হাতে নিয়ে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা।
আর্জেন্টিনার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অব বুয়েন্স এইরেস (ইউবিএ) থেকে স্থাপত্যবিদ্যায় ডিগ্রি নেওয়া ৮২ বছর বয়সী স্থপতি (বর্তমানে অবসরে) পেদ্রো পাল্মও অংশ নিয়েছিলেন মঙ্গলবারের বিক্ষোভে।
সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'আমি এখানে এসেছি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বাঁচানোর জন্য।' প্রসঙ্গত, ডলারের মজুত তলানিতে ঠেকে যাওয়ায় করোনা মহামারির পর থেকে মূল্যস্ফীতি বাড়ছে আর্জেন্টিনায়। কয়েক মাস আগে বিশ্বকাপ ফুটবল চ্যাম্পিয়ন এই দেশটির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মূল্যস্ফীতির হার ছুঁয়েছে ১০০-র কোঠা। ফলে খাদ্য-ওষুধ-জ্বালানিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্যের লাগামহীন আকাশছোঁয়া মূল্যে নাভিশ্বাস উঠছে দেশটির সাধারণ জনগণের। এই পরিস্থিতিতে অর্থনীতির গতি ফেরাতে গত ২৭ মার্চ ৭০ হাজার সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ঘোষণা দেন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট জেভিয়ার মিলেই। সেই সঙ্গে সরকারের সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি থেকে ২০ হাজার কর্মসূচি শিগগিরই বন্ধ হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। এসব কর্মসূচির মধ্যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দের বিষয়টিও ছিল। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে এর আগে গত ১১ এপ্রিল দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল আর্জেন্টিনার বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা জেনারেল কনফেডারেশন অব লেবার (সিজিটি)। এবার তাতে শামিল হলেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরাও। তবে মঙ্গলবারের বিক্ষোভের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে বরাদ্দের ব্যাপারটি পুনর্বিবেচনা করা হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে প্রেসিডেন্টের দপ্তর।
প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র ম্যানুয়েল অ্যাডর্নি বলেন, 'আমাদের সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই আমরা কখনও চাইবো না যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ হয়ে যাক।'

যুক্তরাষ্ট্র সরে গেলে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে কে? প্রশ্ন বাইডেনের

আপনজন ডেস্ক: বিশ্ব মঞ্চ থেকে যদি যুক্তরাষ্ট্র সরে যায়, তাহলে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে কে– দেশবাসীর উদ্দেশে এমন প্রশ্ন তুলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এছাড়া তিনি বলেছেন, প্রায় সব বিশ্বনেতা তার হাত ধরেছেন এবং বলেছেন, 'আপনাকে (বাইডেনকে) জিততে হবে।'
মঙ্গলবার (২৩ এপ্রিল) যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় নির্বাচনী প্রচারণায় এসব কথা বলেন বাইডেন।
এদিন ফ্লোরিডার টাম্পায় এক প্রচারণা অনুষ্ঠানে যোগ দেন বাইডেন। সেখানে উপস্থিত জনগণের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'এভাবে চিন্তা করুন – যুক্তরাষ্ট্র যদি বিশ্ব মঞ্চ থেকে সরে যায়, যেমনটা ট্রাম্প আমাদের (বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন) করতে চান, কে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে? কে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে?'
বাইডেন নির্বাচনী প্রচারণায় আরো বলেন, 'এখন যে ঘটনাগুলো ঘটছে তার মধ্যে একটি হলো... আমি যখন অন্য রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে প্রতিটি আন্তর্জাতিক বৈঠকে যোগ দিই– সেটা জি-৭, জি-২০ বা এই ধরনের যেসব আন্তর্জাতিক বৈঠকই হোক- আমি চলে আসার আগে আক্ষরিক অর্থে, প্রায় প্রত্যেকেই আমার কাছে হেঁটে আসেন এবং আমাকে এক কোণে নিয়ে যান এবং হাত ধরে বলেন, 'আপনাকে জিততেই হবে'।
'আমার কারণে নয়, বিকল্প প্রার্থীর কারণে। এবং তারা আরও বলেন, আমাদের গণতন্ত্রও নির্ভর করছে এটির ওপর, যার অর্থ-তাদের গণতন্ত্র,' যোগ করেন বাইডেন।
মার্কিন ডেমোক্র্যাটিক এই প্রেসিডেন্ট বলেন, 'পুরো বিশ্ব তাকিয়ে আছে এবং তারা দেখতে চাইছে, এই নির্বাচনে আমরা কীভাবে নিজেদের পরিচালনা করি– শুধু আমরা জিতব কি না সেটির দিকে নয়, আমরা কীভাবে নিজেদের পরিচালনা করি তার ওপরও সবাই দৃষ্টি রাখছে।'
উল্লেখ্য, আগামী নভেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে ফের মুখোমুখি হবেন বাইডেন ও ট্রাম্প।

ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেবে জ্যামাইকা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্যারিবীয় অঞ্চলের দেশ জ্যামাইকা।
বুধবার (২৪ এপ্রিল) এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে দেশটির সরকার। ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধ এবং ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ক্রমেই গভীর হতে থাকা মানবিক সংকট নিয়ে উদ্বেগের পরিপ্রেক্ষিতে জ্যামাইকা সরকার এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
জ্যামাইকার পররাষ্ট্র ও বৈদেশিক বাণিজ্যবিষয়ক মন্ত্রণালয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, জাতিসংঘ সনদের মূলনীতির প্রতি প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পাশাপাশি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতির কথাও বলা আছে এতে।
এ বিষয়ে জ্যামাইকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামিনা জনসন স্মিথ বলেন, ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধান দেখতে চায় তাঁর দেশ। সেটা হতে হবে কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে, সামরিক উপায়ে নয়।

যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক নিয়ে স্কুলে যেতে পারবেন শিক্ষকরা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্য টেনেসিতে আগ্নেয়াস্ত্র বহন বিষয়ে একটি বিল পাস হয়েছে। বিলটি আইনে পরিণত হলে শিক্ষকরা বন্দুক নিয়ে স্কুলে যেতে পারবেন। গত বছর অঙ্গরাজ্যটির ন্যাশভিল শহরের একটি স্কুলে বন্দুক হামলার ঘটনায় তিন শিশুসহ ছয়জনের মৃত্যু হয়। তারপর এই সিদ্ধান্ত নেয়া হলো।
মঙ্গলবার এই বিলটি পাস হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, শিক্ষকরা স্কুলে বন্দুক নিয়ে যেতে পারবেন। তবে তা প্রকাশ্যে দেখাবেন না।
পাস হওয়া বিলটি এবার যাবে রিপাবলিকান গভর্নর বিল লি-র কাছে অনুমোদনের জন্য।
আইনসভায় রিপাবলিকানদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। সেখানে বিলটি ৬৮-২৮ ভোটে পাস হয়। বিলটি যখন পাস হচ্ছে, তখন দর্শক গ্যালারি থেকে স্লোগান দেওয়া হয়, 'আপনাদের হাতে রক্ত লেগে থাকবে।' রিপাবলিকান নেতা রিয়ান উইলিয়ামস বলেছেন, 'একটা প্রতিরোধক তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে। গোটা অঙ্গরাজ্যজুড়ে গুলিচালনার ঘটনা থামানোর একটা চ্যালেঞ্জ রয়েছে।'
সব ডেমোক্র্যাট সদস্য ও চারজন রিপাবলিকান বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেন। ডেমোক্র্যাট নেতা জাস্টিন জোনস বলেছেন, 'রিপাবলিকান সহকর্মীরা আমাদের অঙ্গরাজ্যকে বন্দুকের নলের সামনে রাখছেন। তারা বন্দুক প্রস্তুতকারকদের সাহায্য করছেন। নৈতিক দিক থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না।'
বিলে কী বলা হয়েছে?
বিলে বলা হয়েছে, স্কুলের ভেতরে কেউ যদি বন্দুক নিয়ে যেতে চান, তাহলে তাকে প্রতি বছর ৪০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ নিতে হবে। তিনি প্রকাশ্যে বন্দুক নিয়ে যেতে পারবেন না। বন্দুক গোপন রাখতে হবে।
স্কুল কর্তৃপক্ষ ওই বন্দুক নিয়ে আসার অনুমতি দেবেন। তার আগে পুলিশকে বিষয়টি জানাতে হবে এবং বন্দুকধারীর পরিচয় দিতে হবে।
জিফোর্ড ল সেন্টারের দাবি, যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক অঙ্গরাজ্যে স্কুলের কর্মী ও শিক্ষকরা স্কুলের মাঠে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে যেতে পারেন।
গত কয়েক বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের স্কুলে বন্দুকধারীর তাণ্ডবে প্রচুর শিশু ও শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। টেনেসিতেও ন্যাশভিলের ঘটনার এক বছর পর এই বিল পাস করা হলো।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

যুদ্ধের মধ্যেই আটক রাশিয়ার উপ-প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তৈমুর

আপনজন ডেস্ক: প্রতিবেশি ইউক্রেনের সঙ্গে চলমান যুদ্ধের মধ্যেই আটক করা হলো রাশিয়ার উপ-প্রতিরক্ষামন্ত্রী তৈমুর ইভানভকে। রাশিয়ার সামরিক অবকাঠামো প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকা এই মন্ত্রীকে সরাসরি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের নির্দেশেই আটক করা হয়েছে বলে জানা গেছে।
এরইমধ্যে তৈমুরকে আদালতে তোলা হয়েছে। শুরু হয়েছে বিচার প্রক্রিয়া। চলছে বিস্তর তদন্ত। অসমর্থিত একটি সূত্রের বরাতে জানা গেছে, ঘুষ নেয়ার অভিযোগে তাকে আটক করা হয়েছে। তার নেয়া ঘুষের পরিমাণ ১০ লাখ রুবলের চেয়েও বেশি। এই ধরনের অপরাধে বড় অঙ্কের জরিমানা এবং ১৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হয়ে থাকে। তদন্ত কমিটি মঙ্গলবার জানিয়েছে, তৈমুর ইভানভকে আটক করার পর তার বিরুদ্ধে তদন্ত করা হচ্ছে। ২০১৬ সালে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে নিযুক্ত হওয়া ৪৭ বছর বয়সী তৈমুর ইভানভ মূলত দেশটির সামরিক অবকাঠামো প্রকল্পের দায়িত্বে ছিলেন। ২০২২ সালে রাশিয়ার দখলে থাকা ইউক্রেনের অঞ্চলগুলোতে নির্মাণকাজের সময় দুর্নীতির পরিকল্পনায় অংশগ্রহণের জন্য রুশ উপ-প্রতিরক্ষামন্ত্রী তৈমুর ইভানভকে অভিযুক্ত করেছিল দুর্নীতিবিরোধী ফাউন্ডেশন বা এসিএফ।

এবার ঘন কুয়াশায় ছেয়ে গেল আরব আমিরাত

আপনজন ডেস্ক: বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই এবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের বড় একটি অংশজুড়েই ঘন কুয়াশা দেখা দিয়েছে। দেশটির রাজধানী আবুধাবি ও ওমান সীমান্তবর্তী শহর আল আইনে বসবাসরতদের গাড়ি চালানোর সময় অতিরিক্ত সতর্কতা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
এক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যম গাল্ফ নিউজ জানিয়েছে, দেশটির আবহাওয়াবিদেরা আবুধাবি ও আল আইনের গাড়িচালকদের ধীরে ও সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি চালানোর পরামর্শ দিয়েছেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৪৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০৫ মি.

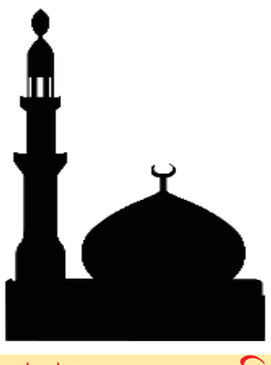

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৪৩	৫.০৮
যোহর	১১.৪০	
আসর	৪.০৮	
মাগরিব	৬.০৫	
এশা	৭.১৯	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৫	

হাসপাতালে ভর্তি সৌদি বাদশাহ

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
বুধবার (২৪ এপ্রিল) তাকে জেদ্দার কিং ফয়সাল স্পেশালাইজড হাসপাতালে নেয়া হয়েছে।
বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, সৌদি বাদশাহ সালমানকে নিয়মিত মেডিকেল চেক-আপের জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ পরীক্ষার জন্য কয়েক ঘণ্টা লাগতে পারে। ২০১৫ সালে সেদি আরবের ক্ষমতায় আসেন সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজ।

লোহিত সাগরে নৌকাডুবি, ৩৩ অভিবাসনপ্রত্যাশীর মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: লোহিত সাগরের জিবুতি উপকূলে অভিবাসীদের বহনকারী একটি নৌকা ডুবে কমপক্ষে ৩৩ জন নিহত হয়েছেন। ২০ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। অন্যরা নিখোঁজ রয়েছেন। বুধবার এ নৌকা ডুবির ঘটনা ঘটে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর দিয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৩৩ অভিবাসনপ্রত্যাশী লোহিত সাগরের জিবুতি উপকূলে নৌকা ডুবে মারা গেছেন।
জাতিসংঘের অভিবাসন বিষয়ক সংস্থা আইওএম জানিয়েছে, লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে ইয়েমেন থেকে ইথিওপিয়ায় যাচ্ছিলেন ৭৭ অভিবাসনপ্রত্যাশী।
ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, মৎস্যজীবীরা অধিবাসী বহনকারী ওই নৌকা ডুবে যাওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করে উপকূলরক্ষীদের জানান। পরে উদ্ধারকারীরা ২০ জনেরও বেশি লোককে জীবিত উদ্ধার করতে সক্ষম হন। উদ্ধারের পর তাদের জিবুতির উপকূলে গডোরিয়া শহরে চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে জাতিসংঘের অভিবাসন বিষয়ক সংস্থা আইওএম তাদের ইথিওপিয়ায় প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করে।
জিবুতি কোস্টগার্ডের সিনিয়র কর্মকর্তা ইস ইইয়াহ বলেন, যারা ডুবে যাওয়া নৌকায় ছিলেন তারা ইয়েমেন ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিলেন।

ওমানে নতুন বিপর্যয়ের শঙ্কা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: নতুন বিপর্যয়ের আশঙ্কায় দেশের একাধিক অঞ্চলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ওমান।
উত্তর আল শারকিয়ার সকল সরকারি বেসরকারি স্কুল কলেজে সোমবারই ছুটি ঘোষণা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
মঙ্গলবার ছুটি ঘোষণা করে আল দাখিলিয়া প্রশাসনও। উত্তর আল বাতিনাও বৃষ্টিকালীন সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেশকিছু বিধিনিষেধ আরোপ করে।
আগেরবার বৃষ্টিপরবর্তী বন্যার কবলে পড়ে ১২ স্কুল শিক্ষার্থীর মৃত্যুর পর এবার কোমলমতি শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তায় আর কোনো ঝুঁকি নিতে চায়না ওমান।
যদিও এবারের বৃষ্টিকালীন পরিস্থিতি আগেরবারের চেয়ে অনেকটাই স্বাভাবিক।
যদিও সামনের সময়ে শিলাবৃষ্টিসহ ভারী বর্ষণ আসতে যাচ্ছে বলে সতর্ক করেছে ওমানের ন্যাশনাল মাল্টি হ্যাজার্ড ওয়ার্নিং সেন্টার।
সিভিল এভিয়েশনের জারি করা ওয়েদার রিপোর্টে কয়েকটি অঞ্চলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
এরমধ্যে মাস্কাট, আল বুরাইমি, উত্তর ও দক্ষিণ আল বাতিনাহ, আদ দাহিরাহ, আল দাখিলিয়াহ, উত্তর ও দক্ষিণ আল শারকিয়াহ এবং মুসান্দাম ব্যাপক মাত্রায় আক্রান্ত হতে যাচ্ছে।
এসময় ওমানের বিভিন্ন অঞ্চলে ১০ থেকে ৩০ মিলিমিটারের বজ্রসহ বৃষ্টি, বজ্রঝড় এবং এর ফলে তৈরি প্লাবন জনজীবনে ফের ভোগান্তি বাড়িয়ে তোলার সম্ভাবনা রয়েছে।

অভিবাসনপ্রত্যাশীদের রুয়ান্ডায় পাঠাতে যুক্তরাজ্যে বিল পাস

আপনজন ডেস্ক: দুই বছর আটকে থাকার পর অবশেষে পাস হয়েছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের প্রস্তাবিত রুয়ান্ডা বিল। সোমবার (২২ এপ্রিল) যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে বিলটি পাস হয়।
বিরোধী দলগুলোর আপত্তির মুখে পাঁচ মাস ধরে ঝুলে ছিল বিলটি। এখন শুধু এটি আইনে পরিণত হওয়ার অপেক্ষা। এ বিষয়ে মঙ্গলবার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক জানান, দুর্বল অভিবাসীদের বিপজ্জনক ক্রসিং থেকে বিরত রাখার পাশাপাশি অপরাধী চক্র ভেঙে দিতেই এই পদক্ষেপ। এই বিলের মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হলো যে অবৈধভাবে যুক্তরাজ্যে প্রবেশকারী কেউ এখানে অবস্থান করতে পারবে না। ইংলিশ চ্যানেল হয়ে নৌকায় যারা অবৈধভাবে যুক্তরাজ্যে যাচ্ছেন, তাদের মধ্য থেকে কিছুসংখ্যক অভিবাসনপ্রত্যাশীকে আফ্রিকার দেশ রুয়ান্ডায় পাঠানোর পরিকল্পনা করে ব্রিটিশ সরকার। ২০২২ সালের এপ্রিলে রুয়ান্ডার সঙ্গে যুক্তরাজ্য সরকারের পাঁচ বছর মেয়াদি একটি চুক্তি হয়। চুক্তির আওতায় পাঁচ বছরে যুক্তরাজ্যে আসা অভিবাসনপ্রত্যাশীদের জায়গা দেবে রুয়ান্ডা। বিনিময়ে রুয়ান্ডাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সহায়তা দেওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয় ব্রিটিশ সরকার। পাশাপাশি অভিবাসনপ্রত্যাশীদের পুনর্বাসন বাবদ বাড়তি অর্থ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যুক্তরাজ্য।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১১২ সংখ্যা, ১২ বৈশাখ ১৪৩১, ১৫ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

অকস্মাত দুর্যোগ

আন্তর্জাতিক ভ্রমণের জন্য বিশ্বের ব্যস্ততম বন্দর হিসাবে পরিচিত সংযুক্ত আরব আমিরাতের জাঁকজমকপূর্ণ শহর দুবাইয়ের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। গত সপ্তাহে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম বিলাসবহুল এই শহরটি নজিরবিহীন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হইয়াছিল। দুবাইয়ের আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায়, মাত্র ২৪ ঘন্টায় যেই পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইয়াছে, তাহা সাধারণত দেড় বছরের বৃষ্টিপাতের সমান। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতজনিত কারণে দুবাইয়ের রাস্তার গাড়ি, বিমানবন্দরের বিমান বানের পানিতে ভাসিতেছিল। মরুভূমির শহরে হঠাত্ এত বৃষ্টি শুধু দুবাইয়ের বাসিন্দাদের দুর্ভোগের কারণ হয় নাই, আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বন্ধ হইয়াছিল, আটকাইয়া গিয়াছিল হাজার হাজার পর্যটক। দুবাইয়ের এই সমস্যা শুধু নজিরবিহীন বৃষ্টিপাতই নহে, মানুষের দুর্ভোগ বাড়িয়াছিল বহুগুণে, কারণ মরুর শহর দুবাই বালুঝড়ের জন্য প্রস্তুত থাকিলেও অতিবৃষ্টি ও বন্যার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুধু দুবাই নহে, প্রকৃতির অচেনা রূপ দেখিতে শুরু করিয়াছে সারা বিশ্ব। এমন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, প্রকৃতির এমন খামখেয়ালি আচরণ মোকাবিলা করিবার জন্য আমরা নিজেদের কতখানি প্রস্তুত করিতে পারিয়াছি? তাহার চাইতেও বড় কথা, আমরা কি জানি কখন কী রকম অভাবনীয় দুর্যোগময় আচরণ করিবে প্রকৃতি?

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় প্রথম আন্তর্জাতিকভাবে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ১৯৯২ সালে ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জের (ইউএনএফসিসিসি) যাত্রার মাধ্যমে। ইহার পর অগণিত বৈঠক হইয়াছে, স্বাক্ষরিত হইয়াছে বিভিন্ন চুক্তিপত্র। গ্রিনহাইজ গ্যাস নির্গমনে লিমিট বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই আমাদের ধরিত্রীর অপূরণীয় ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতির বৈরী আচরণ নিয়ন্ত্রণে আমরা সফলতার মুখ দেখিতে ব্যর্থ হইয়াছি। এই মুহূর্তে আমাদের কর্মফলের ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি বৈরী আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সহিষ্ণুতা শক্তিশালী করিবার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের চেষ্টা চলিতেছে। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সহায়তা করিতে বিশ্বের ধনী দেশগুলি ১০০ বিলিয়ন ডলারের জলবায়ু তহবিল গঠন করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। যদিও, প্রতিশ্রুত জলবায়ু তহবিল আজও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নাই। তবে বিশ্বকে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করিতে একে-অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার চেষ্টা শোভন নহে। ব্লেইম-গেম কখনো সমাধান দেয় না। বরং যাহার যাহার অবস্থান হইতে সক্ষমতা অনুযায়ী এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করিতে হইবে। গত সোমবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ জলবায়ু অভিযোজন সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাহার বক্তৃতায় উন্নত দেশগুলিকে যুদ্ধের পিছনে ব্যয় না করিয়া সেই অর্থ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলার জন্য জলবায়ু তহবিলে জমা করিবার আহ্বান জানাইয়াছেন। যে কোনো ধরনের যুদ্ধ প্রাণিকুল ও পরিবেশের ক্ষতি সাধন করে। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে যুদ্ধ নহে, বরং আমাদের ধরিত্রী সংরক্ষণে ব্যয় করা শ্রেয়—এই কথা ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন। বিশ্বের সকল সচেতন মহলের ধারণা—ভবিষ্যতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে করোনা মহামারির চাইতে জলবায়ু পরিবর্তন আরো ভয়ংকর প্রভাব ফেলিবে। ইহা হইতে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে সময়ক্ষেপণের কোনো সুযোগ নাই। জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ। ইহার ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলা করিতে বিশ্বের সকল দেশকে একসঙ্গে কাজ করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। দীর্ঘদিন ধরিয়া জলবায়ু পরিবর্তন সমগ্র বিশ্বের সমস্যা হইলেও বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশগুলি ইহার ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করিতেছে সবচাইতে বেশি। তাই জলবায়ু সংকট দূরীকরণে দরিদ্র দেশগুলির উন্নত বিশ্বের সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুবাই আমাদের দেখাইয়া দিয়াছে, অকস্মাত্ ও অচিন্তনীয় দুর্যোগ পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যখন-তখন ঘটিতে পারে। দুবাইয়ের ঘটনা হইতে আমাদেরও শিক্ষা লইতে হইবে।

মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের হিসাব নিকাশ বদলে যাচ্ছে

চলতি মাসের শুরুতে দামেস্কে ইসরায়েল ইরানের জ্যেষ্ঠ কমান্ডারদের হত্যা করার পর তার প্রতিশোধ হিসেবে ইরান তার পশ্চিম সীমান্তের শেষ মাথা থেকে এক হাজার কিলোমিটারের বেশি দূরের নেগেভ (নাকাব) মরুভূমিতে অবস্থিত দুটি ইসরায়েলি বিমানঘাঁটিতে এবং 'বন্ধুতাহীন' এলাকাজুড়ে রকেট হামলা চালায়। লিখেছেন **ওমর আশুর**।

'আমরা একটি নতুন সমীকরণ দাঁড় করিয়েছি। এখন থেকে আমাদের জনগণ, সম্পত্তি বা স্বার্থের ওপর আসা (ইসরায়েলের) যেকোনো আঘাতকে ইসলামি প্রজাতান্ত্রিক ইরানের ভেতর থেকে সমান প্রত্যাঘাতে প্রতিহত করা হবে।' গত সপ্তাহে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড কর্পসের প্রধান অধিনায়ক হোসেইন সালামি এই ঘোষণা দিয়েছেন। ইরান ইসরায়েলের ওপর প্রথমবারের মতো সরাসরি আক্রমণ শুরু করার পরে তাঁর এই মন্তব্য এসেছে। ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা, আক্রমণের তীব্রতা, পরিমাপ এবং প্রভাব বিবেচনায় ইরানের এই আক্রমণ যে নজিরবিহীন ছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

চলতি মাসের শুরুতে দামেস্কে ইসরায়েল ইরানের জ্যেষ্ঠ কমান্ডারদের হত্যা করার পর তার প্রতিশোধ হিসেবে ইরান তার পশ্চিম সীমান্তের শেষ মাথা থেকে এক হাজার কিলোমিটারের বেশি দূরের নেগেভ (নাকাব) মরুভূমিতে অবস্থিত দুটি ইসরায়েলি বিমানঘাঁটিতে এবং 'বন্ধুতাহীন' এলাকাজুড়ে রকেট হামলা চালায়।

ইসরায়েলের বড় বিমানঘাঁটিগুলোর একটা হলো নেভাটিম বিমানঘাঁটি। ঐতিহাসিক বিরশেবা এলাকার ঠিক পূর্ব দিকে অবস্থিত এই ঘাঁটিতে এফ ৩৫১ অডির জঙ্গি বিমান মোতায়েন করা থাকে। এসব বিমান দিয়েই ১ এপ্রিল দামেস্কে ইরানি কনস্যুলেটে বোমা হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বিরশেবার দক্ষিণে অবস্থিত রামোন বিমানঘাঁটিতেও ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলো আঘাত করেছে। এই রামোন ঘাঁটিতে এফ-১৬১ সুফা মাল্টিরোল ফাইটার এবং এএইচ-৬৪ এ/ডি অ্যাপাচি অ্যাটাক হেলিকপ্টারের বেশ কয়েকটি স্কোয়াড্রন রয়েছে।

তীব্রতার দিক থেকেও ইরানের এই আক্রমণ নজিরবিহীন ছিল। এটি শুধু ইসরায়েলের ইতিহাসেই নজিরবিহীন ঘটনা নয়, ড্রোন যুদ্ধের সাম্প্রতিক ইতিহাসেও এটি প্রথম ঘটনা। ইরান প্রায় ১৭০টি আত্মঘাতী ড্রোন, ৩০টি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র এবং ১২০টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রসহ তিন শর বেশি বায়ুবাহিত যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে ইসরায়েলে হামলা চালিয়েছে।

একক বহরে ড্রোনের সংখ্যাও এত বেশি ছিল যে তা নতুন রেকর্ড গড়েছে। ইরানের পাঠানো ড্রোনের ঝাঁক মসুলের যুদ্ধের সময় ইসলামিক স্টেটের পাঠানো ড্রোন ঝড় (যার মধ্যে একযোগে প্রায় ৭০টি অস্ত্রবাহী ড্রোন ছাড়া হয়েছিল) এবং ইউক্রেনে একই ধরনের রাশিয়ান ড্রোন ঝড়কে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

ইসরায়েলে হামলায় ব্যবহৃত ইরানের তৈরি শাহেদ-১৩৬ যুদ্ধাস্ত্রগুলো ধীরগতির এবং অধিক আওয়াজপূর্ণ। এসব কারণে সেগুলোকে শনাক্ত করা এবং ধ্বংস করা তুলনামূলকভাবে সহজ। কিন্তু পরিমাণগত আধিক্যের নিজস্ব একটা গুণ আছে।

ইরানের এসব ড্রোনের ঝাঁক এবং অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র ইসরায়েলের বহুস্তরবিশিষ্ট সমন্বিত বিমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে যথেষ্ট ধাঁধায় ফেলেছিল। প্রায় সব ক্ষেপণাস্ত্রকে ঠেকাতে পারলেও কয়েকটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র তাদের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পেরেছে।

ইরান এবং তার হামলায় সহায়তা করা মিত্রদের জোটের মাত্রা ও পরিধিও আরেকটি 'প্রথম'কে আমাদের সামনে এনেছে। ইয়েমেন থেকে হুতিরা দীর্ঘ ও মাঝারি পাল্লার ব্যালিস্টিক ও ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে; দক্ষিণ লেবানন থেকে হিজবুল্লাহ তাদের 'আদিম' আমলের ১২২ এমএম গ্র্যান্ড রকেট ছুড়েছে; এ ছাড়া ইরাকি মিলিশিয়ারাও গোলাবারুদ ছুড়েছে। ইরানের সঙ্গে সমন্বয় করে তারা একযোগে এই হামলা চালিয়েছে।

ইসরায়েলের যৌথ প্রতিরক্ষা জোটও ছিল নজিরবিহীন। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জর্ডান এবং অন্যান্য আরব দেশ ইসরায়েলের আকাশসীমা রক্ষায় একযোগে কাজ করেছে। স্থলযুদ্ধ এবং সামরিক গোয়েন্দা কার্যক্রমে ইসরায়েল ও কতিপয় আরব রাষ্ট্রের মধ্যকার কৌশলগত এবং অভিযানভিত্তিক জোট নতুন কিছু না। কিন্তু ইসরায়েলের আকাশসীমা রক্ষায় এক বা একাধিক আরব রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সহায়তা দেওয়ার ঘটনা এটিই প্রথম রেকর্ড।

অন্যদিকে, ইরান যে একটি উন্নত ও বহুস্তরবিশিষ্ট ইসরায়েলি সমন্বিত আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে (যাকে ব্যাপকভাবে বিমান প্রতিরক্ষার শীর্ষ স্তর হিসেবে বিবেচনা করা হয়) ভেদ করতে পারে, সেটিও এই ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে।

ইরানি কনস্যুলেটে বোমা হামলা ঠিক কোন জায়গা থেকে শুরু হয়েছিল, তা জানার এবং কীভাবে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে পাল্টা হামলা চালাতে হয়, তা ঠিক করার সক্ষমতা যে ইরানের আছে তা-ও এ ঘটনায় পরিষ্কার হয়েছে।

দাবার ঘুঁটি যে বদলে যাচ্ছে, তা বোঝার জন্য এগুলোকে সূচক হিসেবে ধরা যেতে পারে। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা যে একটি নতুন আদল পাচ্ছে, তা ধরে নেওয়া যায়।

ড. ওমর আশুর দোহা ইনস্টিটিউট ফর গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজের ক্রিটিক্যাল সিকিউরিটি স্টাডিজ প্রোগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

মুসলমানদের আক্রমণ: মোদির শাস্তির দাবিতে ইসিতে হাজারো নাগরিকের চিঠি, কোনো ব্যবস্থা নেই

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের হাজার হাজার নাগরিক নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) চিঠি লিখে জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কংগ্রেস ও মুসলমানদের নিয়ে নির্বাচনী জনসভায় যা বলেছেন, তা ভয়ংকর। ভারতীয় মুসলমানদের প্রধানমন্ত্রী সরাসরি আক্রমণ করেছেন। কমিশন ব্যবস্থা না নিলে তা সংস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা ও স্বশাসনের চরিত্রকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাবে। বিশিষ্ট নাগরিকদের চিঠি সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন কিন্তু নির্বিকার। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ, রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের দাবি নিয়ে একটি মন্তব্যও তারা করেনি। অথচ এই কমিশনই মাত্র কয়েক দিন আগে এক বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে 'আপত্তিকর মন্তব্য' করার জন্য কংগ্রেস মুখপাত্র রণদীপ সিং সুরযেওয়ালাকে ৪৮ ঘন্টা প্রচার না করার শাস্তি দিয়েছিল। তাঁর অপরাধ, উত্তর প্রদেশের মথুরা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হেমা মালিনীর বিরুদ্ধে তিনি কিছু 'কুমন্তব্য' করেছিলেন। গত রোববার রাজস্থান রাজ্যের বাঁশবাড়া ও পরদিন গতকাল সোমবার উত্তর প্রদেশের আলিগড়ে নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদি কংগ্রেসকে আক্রমণ করে বলেন, ক্ষমতায় এলে তারা সাধারণ মানুষের ধন-সম্পত্তি দখল করে মুসলমানদের মধ্যে বিলি-বাঁটোয়ারা করে দেবে। এ কথা তারা তাদের দলের নির্বাচনী ইশতেহারেও জানিয়ে দিয়েছে। পর পর দুটি জনসভায় মোদি আরও বলেছেন, তারা যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংও তাঁর সরকারের এ ধরনের অভিপ্রায়ের কথা বলেছিলেন। দুই জনসভাতেই মোদি জানতে চেয়েছেন, এই কংগ্রেসকে জনগণ ভোট দেবেন কি না। জানতে চেয়েছেন, তাঁরা কি চান, তাঁদের কষ্টার্জিত সম্পত্তি যারা শুধু কাঁড়ি কাঁড়ি বাচ্চার জন্ম দেয়, তাদের মধ্যে বাঁটোয়ারা হোক? তাঁদের সম্পদের মালিক হোক অনুপ্রবেশকারীরা?

ইসির কাছে গতকাল সোমবার দুটি আবেদন পৌঁছেছে। একটি 'সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল' নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে। তাতে সই করেছেন ২ হাজার ২০৯ বিশিষ্ট নাগরিক। ইসিকে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলে তাঁরা জানিয়েছেন, যে ভাষায় মোদি কথা বলেছেন, তাতে বিশ্বের কাছে 'গণতন্ত্রের ধাত্রী'র মর্যাদা হানি হয়েছে ভয়ংকরভাবে। দ্বিতীয় আবেদন পাঠিয়েছে 'সংবিধান বাঁচাও নাগরিক অভিযান' নামের আরেকটি সংগঠন। তাতে সই করেছেন ১৭ হাজার ৪০০ মানুষ। সেই আবেদনে বলা হয়েছে, এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের পাশাপাশি ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনও ভঙ্গ করেছেন। কারণ, ওই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শুধু সাম্প্রদায়িকতাতেই উসকে দেননি, মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ঘৃণাও বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এই সংগঠনের স্বাক্ষরদাতারা আরও বলেছেন, কংগ্রেস দল, তাদের ইশতেহার ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে মোদি শুধু নির্জলা মিথ্যাই বলেননি, মুসলমানদের তিনি অনুপ্রবেশকারী বলেছেন। অসম্মান করেছেন গাদা গাদা সন্তান উৎপাদন করে বলে। আবেদনে তাঁরা বলেছেন, এখনই মোদিকে ভর্ৎসনা করা হোক। তাঁর প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক, যা এ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে কমিশন করেছে। কিন্তু কমিশন অদ্ভুতভাবে নির্বিকার ও নিরুত্তর। এত গুরুতর মন্তব্যের পর ৪৮ ঘন্টা কেটে গেলেও ব্যবস্থা গ্রহণ তো দূরের কথা, কোনো মন্তব্য পর্যন্ত তারা করেনি। দ্বিতীয় দফার নির্বাচন আগামী শুক্রবার।

২০২২ সালে সুপ্রিম কোর্টে এক মামলায় হলফনামা দিয়ে ইসি বলেছিল, ঘৃণা ভাষণ বন্ধে নির্দিষ্ট কোনো আইন নেই বলে কোনো রাজনৈতিক দল বা তার নেতাদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করার ক্ষমতা তাদের নেই। তবে জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী তারা এ ধরনের ঘটনায় কিছু কিছু ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। ওই মামলাটি করেছিলেন আইনজীবী অশ্বিনী উপাধ্যায়। আবেদনে তিনি বলেছিলেন, ঘৃণা ভাষণ নিয়ে আইন কমিশনের প্রতিবেদনের সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকার রূপায়ণ করুক।

ভোট আবহে কী কী করা যাবে না, সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের নীতিমালা অবশ্য আছে। তাতে স্পষ্ট বলা আছে, জাত, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা বা সম্প্রদায়ের নামে ভোট চাওয়া যাবে না। এমন কিছু বলা যাবে না, যাতে সমাজে উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে। সাম্প্রদায়িক বা জাতিগত সংঘাতের পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। এ কথাও বলা হয়েছে, প্রচারের সময় প্রার্থীদের ব্যক্তিগত জীবনের সমালোচনা করা অনুচিত। এ ধরনের বিচ্যুতিতে নির্বাচন কমিশন অনেক ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারে। তারা প্রথমে অভিযুক্তকে নোটিশ পাঠাতে পারে। ব্যাখ্যা দাবি করতে পারে। তাতে সন্তুষ্ট না হলে কিছু সময়ের জন্য প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে। ভর্ৎসনা করতে পারে। ঘটনা হলো ২০১৪ সালের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য অমিত শাহসহ একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আচরণবিধি ভঙ্গ ও ঘৃণা ভাষণ দেওয়ার অভিযোগ আনা হলেও আজ পর্যন্ত কমিশন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। ভর্ৎসনা পর্যন্ত করেনি। ২০১৯ সালে পুলওয়ামা-কাণ্ডকে নির্বাচনী প্রচারে হাতিয়ার করা নিয়ে মোদির বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ জমা পড়েছিল। সাম্প্রদায়িকতায় উসকানি দিয়ে ভোট ভিক্ষার একাধিক অভিযোগও আনা হয়েছিল মোদি-শাহর বিরুদ্ধে। সেসব অভিযোগ খতিয়ে দেখার সময় তৎকালীন অন্যতম নির্বাচন কমিশনার অশোক লাভাসা সেসব গুরুতর মনে করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আপত্তি অগ্রাহ্য করেছিলেন কমিশনের বাকি দুই সদস্য। কমিশনের সিদ্ধান্তে অশোক লাভাসা অসন্তোষ প্রকাশ করে 'নোট' দিয়েছিলেন। কিন্তু তা প্রকাশ করা হয়নি। লাভাসাকে কমিশন ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী, ছেলে ও বোনের বিরুদ্ধে আয়কর বিভাগ তদন্ত চালিয়েছিল। নানা অভিযোগ আনা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে অবশ্য জানা যায়নি সেসব তদন্তের হাল কী হয়েছিল। আচরণবিধি অনুযায়ী, নির্বাচনী প্রচারে ধর্মের ব্যবহার অনৈতিক ও অন্যায় হলেও এবার রাম নবমীতে আসামে প্রচারে গিয়ে মোদি সরাসরি ধর্মের আধারে ভোট চেয়েছেন। সেদিন অযোধ্যা মন্দিরে 'সূর্য তিলক' অনুষ্ঠান ছিল। তার উল্লেখ করে ও 'জয় শ্রীরাম ধ্বনি' দিয়ে নির্বাচনী জনসভায় মোদি সবাইকে ওই সময় মুঠোফোনের আলো জ্বালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। জনসভার পর রামলালার কপালে পরা সূর্য তিলকের ছবি দিয়ে বিজেপির সরকারি 'এক্স' হ্যান্ডেলে লেখা হয়েছিল, 'আপনার একটি ভোটের ক্ষমতা এমনই।' মিরাটের জনসভায় অমিত শাহ মাথার ওপর রামলালার ছবি তুলে ধরলেও কমিশন নীরব থেকেছে। বিজেপি এমন প্রচারও করে চলেছে, 'যারা রামকে এনেছে, আমরা তাদের জেতাব।' প্রার্থীর ছবি দিয়ে 'রামমন্দিরের জন্য একটা ভোট' প্রার্থনার প্রচারও সামাজিক মাধ্যমে বিজেপি চালাচ্ছে। অথচ কোনো ক্ষেত্রে কমিশন দৃষ্টান্তমূলক কোনো শাস্তি কাউকে দেয়নি।

প্রতি বছর তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণ কি?/২

প্রিন্স বিশ্বাস

আবার বাষ্পমোচনের ফলে উদ্ভিদের মেসোফিল কলায় যে ব্যাপন চাপ ঘাটতি (Diffusion pressure deficit) দেখা যায় তা জাইলেম বাহিকায় যে বিশেষ চোষণ চাপ (suction pressure) সৃষ্টি করে মূল থেকে খনিজ লবণ মিশ্রিত জলকে উর্ধ্বমুখে পরিবাহিত করে, তাকে বাষ্পমোচন টান বা প্রস্বেদন টান বলে। এই প্রস্বেদন টানের ফলে উদ্ভিদদেহে মূলরোম থেকে পত্ররন্ধ্র পর্যন্ত একটি জলবাহী চ্যানেল (পথ) তৈরী হয়। এই চ্যানেল বরাবর চোষণ টানের জন্য মূলরোম দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে (কিছুটা সাইফনের মত) মাটির জল শোষিত হয়ে কলাকোষের মধ্যে দিয়ে কোষান্তর অভিস্রবন প্রক্রিয়ায় পত্ররন্ধ্রে পৌঁছাতে থাকে বিরামহীন ভাবে। এই বিরামহীন টানের ফলে মাটির জল অভিকর্ষ বলের টানে পাতাল গামী হতে পারে না। ফলস্বরূপ ভূ-পৃষ্ঠের উপরিতল জলসিক্ত থাকার ফলে ভূ-পৃষ্ঠে শোষিত তাপ বা সরাসরি সৌরতাপের দ্বারা মাটির জল বাস্পীভুত হতে সুবিধা হয়। আবার এই প্রস্বেদন টানের ফলেই পরোক্ষে উদ্ভিদদেহের বাস্পমোচনের হার বৃদ্ধি পায়। এইভাবে নিয়মিত বাস্পমোচনের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের বিশাল জলরাশির বাস্পীভবনের মাধ্যমেই মেঘ তৈরী হয় হয় এবং নিয়মিত বৃষ্টিপাত ঘটে।

তবে শুধু বাস্পমোচন বা প্রস্বেদন টানের মাধ্যমেই নয় উদ্ভিদ পরিবেশের উষ্ণতার ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে অন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমান নিয়ন্ত্রণ করে। প্রযুক্তির বলে বলীয়ান আমাদের যন্ত্রচালিত সভ্যতার আগ্রাসনে জীবাশ্ম-জ্বালানীর লাগামহীন ব্যবহারের ফলে প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমান। আর এই কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমান বৃদ্ধিতে বেড়ে চলেছে 'গ্রীন হাউস এফেক্টের' মাত্রা। যার ফলে পৃথিবী থেকে ফেরতগামী অপেক্ষাকৃত বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তাপ-তরঙ্গকে মহাশূন্যে ফেরত যেতে বাধা দিচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইডের তৈরী বলয় বা আবরণ। ফলে 34% অ্যালবেডোতেও থাবা বসাচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইডের আবরণ। এই এই ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। তাই বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধিও পৃথিবীর বসবাস মন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির অন্যত্তম একটি কারণ। সূতরাং এর পরিমান নিয়ন্ত্রণও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের হাতে তার তেমন কোনো অস্ত্রই নেই। একমাত্র উদ্ভিদই তার নিজের খাদ্য তৈরীর জন্য সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় পরিবেশ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে এবং বিনিময়ে পরিবেশকে বিশুদ্ধ অক্সিজেন দান করে। তাই কলকারখানা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে উদ্ভিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে না পারলে কিন্তু সমাধানের তেমন কোনো পথই নেই।

তবে ফী-বছর নিয়মিতভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে বৃক্ষছেদন বা অরণ্যহ্রাস মূল কারণ হলেও এটি একমাত্র কারণ নয়। এর সঙ্গে রয়েছে আরও ভিন্ন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেমন, ভূ-গর্ভের জলরাশি উপরে তুলে আনার ফলে বৃষ্টিপাত জনিত জল পুনরায় দ্রুত পাতালগামী হওয়ার প্রবনতা তৈরী হয়েছে। ফলে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের আর্দ্রতা বজায় থাকছে না। ভূ-গর্ভ থেকে কয়লা, পেট্রোলিয়াম বিভিন্ন সহ খনিজ সম্পদ উত্তোলনের ফলেও একই প্রবনতা তৈরী হচ্ছে। এমনকি ভূগর্ভের তাপও উপরিস্তরে উঠে আসছে। যন্ত্রচালিত সভ্যতায় যন্ত্রের থেকে নির্গত তাপও (যা অন্য শক্তি থেকে তাপে রূপান্তরিত হয়ে তৈরী হয়) পরিবেশের গড় উষ্ণতাকে বৃদ্ধি করে চলেছে। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী রাতের বেলা পৃথিবী অন্ধাকার থাকার কথা। কিন্তু বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান সভ্যতায় আমারা আলোক প্রযুক্তির দাপটে রাতেও ক্রিকেট, ফুটবলের টুর্ণামেন্ট খেলছি। পৃথিবীর বসবাসময় স্থানগুলি এখন আর রাতে আলোকবিহীন থাকে না। ফলে আলোক শক্তি থেকে রূপান্তরিত তাপশক্তিও যোগ হচ্ছে পরিবেশের সঙ্গে। আবার সেই আলোর চালিকা শক্তি যোগান দিতে চালু থাকছে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি। সেখান থেকেও তাপের উদ্ভব ঘটছে। একইভাবে প্রতিটি যন্ত্রপাতি চালনার সময় অন্য শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে বায়ুমন্ডলে মিশছে। এরই সঙ্গে আছে ফ্রীজ, এসি ইত্যাদি হিমায়ক যন্ত্রের CFC গ্যাসের ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট দূষণ যা ওজোনস্তরের ক্ষয় ঘটিয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। ওজোনমন্ডলের এই ক্ষয়ের ফলে পৃথিবীতে ঢুকে পড়ছে ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি যা পরোক্ষভাবে পৃথিবীর আবহমন্ডলীয় তাপমাত্রার বৃদ্ধির অপর একটি কারণ।

তবে একই তাপে সব (সমভরের) বস্তু সমান গরম হয় না। যেমন, শুকনো মাটি(0.2 Cal/g) থেকে টিনের চাল(.054 Cal/g) অনেক দ্রুত উত্তপ্ত হয়। কোন বস্তু কতটা উত্তপ্ত হবে তা নির্ভর করে বস্তুটির আপেক্ষিক তাপের মানের উপর। আপেক্ষিক তাপের মান কম হলে সেই বস্তুগুলি দ্রুত উত্তপ্ত হয়। তাই পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকা অপেক্ষাকৃত কম আপেক্ষিক তাপ বিশিষ্ট পদার্থগুলিকে (বিশেষত ধাতব পদার্থের ব্যবহার) ভূ-অভ্যন্তর থেকে তুলে এনে ভু-পৃষ্ঠের উপরে নানা ইমারত নির্মানে ব্যবহার করার ফলে সেগুলি সহজেই তাপ শোষণ করে উত্তপ্ত হওয়ার পর সেই তাপ বিকিরণ করে তার পরিমন্ডলকে উত্তপ্ত করে চলেছে। অর্থাৎ, আমাদের নানা কৃত্রিমতাই আমাদের বাসভূমির এই পুনঃপুনঃ উষ্ণতা বৃদ্ধি তথা তাপ প্রবাহের জন্য দায়ী। অতএব, এই সংকটের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে হলে রাষ্ট্রনায়কদের সকলের সহমত হয়ে ইতিবাচক ও সমষ্টিগত পদক্ষেপ গ্রহণ ভীষণ জরুরী। তবে ব্যক্তি হিসাবে আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত বৃক্ষরোপন ও অরণ্য বিস্তারের কর্মসূচীর সফল রূপায়নের মাধ্যমে পরিস্থিতির যতটা মোকাবিলা সম্ভব, ততটার জন্যই সচেষ্ট হওয়া। আসলে, এই বিপদ কিন্তু একদিনে আসেনি তাই একদিনে সমাধানও সম্ভব নয়। ইতিমধ্যেই অনেক বিলম্ব ঘটে গেছে। তাই এখনই সচেতন না হলে কিন্তু দুর্বিষহ এবং পরিত্রাণ হীন, ভয়াল-ভয়ঙ্কর এক ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।

লেখক : প্রিন্স বিশ্বাস, শিক্ষক নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়।

প্রথম নজর

সেহারা বাজার আল মদিনা জামে মসজিদে হজ প্রশিক্ষণ শিবির

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মরার আগে ও একটি ফরজ হুকুম পালন করার জন্য পবিত্র মক্কা মদিনা সফর করেন হজ পালন করে থাকেন । ২০২৪ সালের হজ প্রস্তুতি এখন থেকে শুরু হয়ে গেছে। ফর্ম ফিলাপ সহ বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং ভ্যাকসিনেশন হবু হাজীদের জন্য ব্যবস্থা হচ্ছে। পূর্ব বর্ধমানের মাদ্রাসা দারুল উলুম সেহারা বাজার সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে হাজীদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে থাকে। হজের জন্য পাসপোর্ট রেডি করে দেয়া সহ হাজীদের বিমানবন্দরে পৌঁছানো বিমানবন্দর থেকে নিয়ে আসা এমনকি হজ থেকে ফেরার পর সংবর্ধনা ব্যবস্থা করে থাকে। সেহারা বাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের অধীন আল মদিনা জামে মসজিদে দক্ষিন দামোদরের সমস্ত হাজীদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয় । ট্রেনিং দেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ট্রেনার মুফতি ইব্রাহীম সাহেব।
হজের বিভিন্ন বিষয় এবং কেমন করে হজ সম্পাদন করতে হবে হজে ওমরাহ সাফা মারওয়া পাহাড় প্রদক্ষিণ , সায়ী করা, শয়তানকে পাথর ছোড়া, কুরবানী করা থেকে শুরু করে এবং হজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করেন মুফতি ইব্রাহিম সাহেব। এই ট্রেনিং অনুষ্ঠানে মাদ্রাসা দারুল উলুমের প্রধান শিক্ষক মুফতি জাকির হোসেন, মাদ্রাসা দারুল উলুমের এর কার্যকরী সম্পাদক হাজী আশরাফ আলী ও মাদ্রাসা দারুল উলুম সেহারা বাজার ও রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সম্পাদক হাজী কুতুব উদ্দিন বক্তব্য রাখে । হজ সহজ ও কবুল হওয়ার জন্য মহান প্রভু রব্বুল আলামিনের কাছে কাতর মিনতি করে দোয়া প্রার্থনা করেন হাজী কুতুব উদ্দিন। মক্কা মদিনা সফর এবং হজ্জ সম্পাদন করতে শরীর সুস্থ রাখা, খাবার দাবার থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে এই ট্রেনিংয়ে আলোচনা করা হয়। পাসপোর্ট থেকে শুরু করে ভিসা সংক্রান্ত ও কি সরঞ্জাম ও সামান নিয়ে যাওয়া যাবে কি নিয়ে যাওয়া যাবে না ওখানকার আচরণবিধি কে মান্যতা দেওয়া সবই আলোচনা করা হয়।

হাজী মোস্তফা মাদানির স্মরণে সভা ফুরফুরায়

নুরুল ইসলাম খান ● ফুরফুরা

আপনজন: প্রত্যেক বছরের মতো এবারও হাজী মোস্তফা মাদানির স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয় কলেজ মাঠের কাছে, মাজার প্রাঙ্গণে। ফুরফুরা শরীফের আলা হজরত পীর মোজাদ্দেদে জামান (রহঃ) দাদা হুজুরের ছয় পোস্তের দাদা ছিলেন আলা হজরত পীর হাজী মোস্তাফা মাদানী (রহঃ) । সভাটি ৪০০ বছরের বেশি প্রাচীন।
পীর হযরত আব্দুল্লাহ সিদ্দিকী সাহেব আখেরি দোয়া করেন। ফিলিস্তিনের নিরিহ অসহায় শিশু সহ ৩৪হাজার শহিদদের জন্য বিশেষ দোয়া করেন। পাশাপাশি তামাম বিশ্বের মানুষের কল্যানের জন্য প্রার্থনাও করছেন তিনি। ধিক্কার জানিয়েছেন বর্বর ইসরাইলের অমানবিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে। সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা সৈয়দ আলী আসগর, পীরজাদা মাওলানা সাহিন সিদ্দিকী, পীরজাদা মাওলানা মুজাহিদ সিদ্দিকী প্রতিস্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক পীরজাদা মাওলানা সওবান সিদ্দিকী সাহেব সহ অনেকেই।

এদিন মাজার প্রাঙ্গণে এলাকার সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। হাজির হয়েছিলেন ফুরফুরা শরীফের অগনিত ভক্তরা। হাজী সাহেবের সামাজিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারমূলক কাজকর্ম এবং মাদানি হুজুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরেছেন বক্তারা। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের পীর ভাই ছিলেন হাজী মোস্তফা মাদানি। ফুরফুরা হেজবুললাহর প্রতিষ্ঠাতা পীর হযরত বড়ো হুজুর আজীবন এই সভার সভাপতি ছিলেন।আর চার হুজুর পীর সাহেব সভাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। পরিচালনায় ছিল হযরত হাজী মুস্তাফা মাদানী (মাদানী রহঃ আঃ) কল্যাণ সমিতি।

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে নমিনেশন

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক সাথে নিয়ে এদিন জেলাশাসক দপ্তরে নমিনেশন জমা দিলেন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমনি অধিকারী। এই তীব্র দাবদহের মধ্যে পদযাত্রার মধ্যে দিয়ে বের হয় শোভাযাত্রা, বিভিন্ন ট্যাবলো সাজানো হয়, এছাড়াও থাকে একাধিক বাদ্যযন্ত্র। যদিও মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষদের এই পদযাত্রায় উচ্ছ্বাস ছিল যথেষ্টই। প্রায় এক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে জেলা শাসক দপ্তরে প্রবেশ করে মুকুটমণ অধিকারী, এরপর তাকে ঘিরে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে হাজার হাজার কর্মী সমর্থকরা। বুধবার দুপুরে নমিনেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়, চলে

বেশ কয়েক ঘন্টা। এরপর মুকুটমনি অধিকারী নমিনেশন জমা দিয়ে জেলাশাসক দপ্তর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন। এরপরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে তার জয় নিশ্চিত। কারণ প্রথম দিনে নির্বাচনী ভোট প্রচার থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যেভাবে তিনি সাধারণ মানুষের সাড়া তাতে জয় সুনিশ্চিত। এই লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ধোপেই টিকবে না বলে মন্তব্য করেন মুকুটমণি অধিকারী।

সাচার কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন কোথায়, মমতাকে প্রশ্ন ভোট প্রচারে

আলম সেখ ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: গতকাল মুর্শিদাবাদ লোকসভার ডোমকল বিধানসভার গড়াইমারী অঞ্চলের গড়াইমারী বাজারে ভোট প্রচারে গেছিলেন মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের এসডিপিআই প্রার্থী তথা দলের রাজ্য সভাপতি তায়েদুল ইসলাম। রাস্তায়, দোকানে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করেন, দলের নীতি আদর্শ ও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দেন। বাজারের মধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়া পথসভায় সমস্ত রাজনৈতিক দলকে কটাক্ষ করে বক্তব্য রাখেন।
তিনি বলেন. তৃণমূলের আবু তাহের খান ওয়াকফ সম্পত্তি বিক্রি করেছেন, মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তৃণমূলের গোলামি করেছেন, সিএএ - এর বিরুদ্ধে সংসদে ভোট না দিয়ে মৌন সমর্থন করেছে, জেলার সমস্যা উপর মহলে পৌঁছে সমাধান ও উন্নয়নের পথ অবলম্বন না করে সর্বদা মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ অভিষেক ব্যানার্জি জিন্দাবাদ স্লোগান দিতে থেকেছে। শুধু তিনি একা নয় সম্পূর্ন তৃণমূল সরকার এ রাজ্যের মানুষের সাথে বিশেষভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, ক্ষমতায় আসার পর মুসলিম সম্প্রদায়কে সর্বপ্রথম যেই ধাপ্পাবাজিটা দিয়েছিল মমতা ব্যানার্জি তা হল সাচার কমিটি সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েও না করা। এছাড়াও তিনি সিপিআইএম এর প্রার্থী মোহাম্মদ সেলিমকে কটাক্ষ করে বলেন– মোহাম্মদ সেলিম বিগত দিনে বিভিন্ন জায়গায় সিপিআইএম থেকে জেতার পরেও কোন কাজ না করাই সেই সমস্ত জায়গায় তাকে প্রার্থী না বানিয়ে মুর্শিদাবাদে পাঠানো হয়েছে কারণ এখানকার মানুষ জানে না তার অতীত সম্পর্কে।
এছাড়াও শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন এসডিপিআই-এর মুর্শিদাবাদ লোকসভার ইলেকশ এজেন্ট মাস্টার সেলিম মন্ডল, এছাড়াও তিনি ঘোষণা করেন এসডিপিআই ডোমকল বিধানসভায় যেদিন ক্ষমতায় আসবে সেদিনই ডোমকলে থাকা পতিতালয় উচ্ছেদ করবে। এছাড়াও স্থানীয় বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন এসডিপিআই-এর ডোমকল বিধানসভা সভাপতি মাকসুদ রানা।

তৃণমূলের রোড শো থেকে বাম কং বিজেপিকে আক্রমণ অভিষেকের

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোড শো জলঙ্গিতে। এই প্রথম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জলঙ্গীর মাটিতে পা দিলেন মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী আবু তাহের খানের সমর্থনে,দুপুর তিনটে নাগাদ হেলিকপ্টারের করে জলঙ্গী কলেজ মাঠে নামেন অভিষেক সেখান থেকে বেরিয়ে প্রার্থী আবু তাহের খান ও বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক কে সঙ্গে নিয়ে হুড খোলা তার প্রচারে গাড়িতে করে রোড শো শুরু করেন প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা। এদিনের রোড শোয়ে দলীয় কর্মী সমর্থকদের পাশাপাশি রানীনগর , ডোমকল,করিমপুর,রেজনগর সহ একাধিক বিধান সভার বিধায়করা ও জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার সহ ব্লক সভাপতিরা হেলিপ্যাডে গিয়ে সংবর্ধনা জানান উত্তরীয় পরিয়ে।এদিনের রোড শোয়ে জনজোয়ার লক্ষ করা গিয়েছে।রোড শো শেষে পদ্মা নদীর ধারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য দেন কখনও বিজেপি তো কখনও কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীর নাম করে,আবার বাম নেতাদের আক্রমন করেন অভিষেক।
তিনি আরো বলেন এই লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী কে এবার চার লাখের বেশি ভোটে লিড দিতে হবে বলে জানান,তিনি আরো বলেন ইন্ডিয়া জোটের মূল ভূমিকা পালন করবে তৃণমূল কংগ্রেস তাই ভোট দেওয়ার আগে একটু ভেবে চিন্তে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান,নাম না করে বাম কংগ্রেস কে ভোট কাটুয়ার বলেও আক্রমন করেন গত লোকসভা নির্বাচনে তাদের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা হেরে যায় তাই এবারে সেই ভুল যেনো না করেন সাধারণ ভোটাররা সেই বার্তা দেন অভিষেক।এদিনের রোড শোয়ে একাধিক বিক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

জোট প্রার্থী ভিক্টরের মিছিলে বামেরা, দিল্লি থেকে এলেন ইমরান প্রতাপগড়

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী আলী ইমরান রামজ ওরফে ভিক্টর নির্বাচনের শেষ বেলার প্রস্তুতি হিসেবে মিছিল বের করলেন। বুধবার করণদিঘী বিধানসভার দোমোহনা থেকে করণদিঘী পর্যন্ত এই মিছিল বের করা হয়। শেষ বেলার এই মিছিল জনস্রোতের চেহারা নিল।
মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন প্রায় দেড় হাজার পরিযায়ী শ্রমিক। আগামী ২৬শে এপ্রিল এই কেন্দ্রে রয়েছে ভোট। দিল্লি, ব্যঙ্গালোর, পুনা থেকে বহু মানুষ বাংলায়, নিজ কেন্দ্রে ফিরেছেন ভোটদান করতে। এদিনের মিছিল থেকে ভিক্টর জানান, বিপুল জনসমর্থন সাথে রয়েছে, মানুষের উৎসাহ প্রমান করছে বাম -কংগ্রেস জোট তথা ইন্ডিয়া জোটের জয় নিশ্চিত। পাশাপাশি এদিনের মিছিল থেকে ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দেবকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, অভিনেতাদের দিয়ে সিনেমা করা সম্ভব, কিন্তু রাজনীতি নয়। অন্যদিকে, ভিক্টরের হয়ে প্রচারে উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া বিধানসভায় দেখা গেল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ইমরান প্রতাপগড়কে। এদিন চাকুলিয়া বিধানসভার শীরসি আইএম সিনিয়র মাদ্রাসায় ভিক্টর এর সমর্থনে বালুগাড়া থেকে একটি মিছিল বের হয় এবং শেষ হয় শীর্ষি মাদ্রাসার মাঠে। অন্যদিকে আর একটা মিছিল বের হয় নিশিন্দারা চক থেকে কয়েকশো টোটো নিয়ে যাত্রা শেষ হয় শীর্ষে মাদ্রাসার মাঠে। এরপর শুজনসভায় রাজ্যসভার সাংসদ ইমরান প্রতাপগড় বিজেপি এবং রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলকে তুলোধোনা করে। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদিকেও চাওয়ালা বলতেও দ্বিধাবোধ করেনি। বিজেপি এবং তৃণমূল গোপন ভাবে আঁতাত করে পশ্চিমবাংলায় বাম কংগ্রেস জোটকে রুখে দেওয়ার বারবার চেষ্টা করছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। জনগণের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন ঘরের ছেলেকে বিপুলভাবে ভোট দিয়ে জনসাধারণ জয়যুক্ত করে সংসদে পাঠাবে এটা আমি আশা রাখছি। এদিনের নির্বাচনী জনসভায় হাজির ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক মোহিত সেনগুপ্ত,পদপ্রার্থী আলী ইমরান রামজ ওরফে ভিক্টর চাকুলিয়া ব্লক কংগ্রেসের যুব প্রেসিডেন্ট মতিউর রহমান, উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক ও বাম নেতা আনোয়ারুল হক জেলা কমিটির সদস্য বিভূতিভূষণ দাস প্রমুখ।

ফরাক্কায় চলন্ত লরিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা ব্যারেজের ৪৮ নং গেটের সামনে পন্য বোঝাই চলন্ত লরিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। ব্যারেজের উপর জাতীয় সড়কেই দাউদাউ করে আগুনে ভস্মিভূত লরি। আগুনের অত্যাধিক তেজে প্রভাব পড়ল ট্রেন চলাচলও। বুধবার সকাল সকাল ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ফরাক্কা ব্যারেজে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের সিআইএসএফ। খবর দেওয়া হয় দমকলকেও। ছুটে আসে ফরাক্কা থানার পুলিশ এবং বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। তারপরেই আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালানো হয়।

চিকিৎসকের অভাবে চরম সমস্যার মুখে পুরন্দরপুর হাসপাতাল

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● রায়দিঘি

আপনজন: চিকিৎসকের অভাবে চরম সমস্যায় সুন্দরবনের রায়দীঘির পুরন্দরপুর গ্রামীন হাসপাতাল। নতুন করে চিকিৎসক সঙ্কট তৈরি হয়েছে রায়দিঘির পুরন্দরপুর গ্রামীন হাসপাতালে। এখানে তিনজন চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু একজন চিকিৎসককে অন্যত্র স্থানান্তর করেছে জেলা স্বাস্থ্য দফতর। ফলে হাসপাতালটিতে বর্তমানে মাত্র দু'জন চিকিৎসক আছেন।মাত্র দু'জনকে দিয়ে রোগীদের পরিষেবা দেওয়া কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই বিষয় নিয়ে সরব হয়েছেন সুন্দরবনের প্রত্যন্ত রায়দিঘি এলাকার মানুষ। প্রশাসনকে জানানো সত্বেও কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ।আর চিকিৎসকের অভাবে ডাক্তার দেখাতে এসেও অনেক সময় রোগীদের হাসপাতাল থেকে ফিরে যেতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ।প্রতি সপ্তাহে চিকিৎসকদের ৯৬ ঘন্টা ডিউটি করতে হচ্ছে। আরও একজন চিকিৎসকের অবিলম্বে দরকার এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে।আর এ ব্যাপারে এই হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য ভোলানাথ প্রামানিক বলেন, হাসপাতালে চিকিৎসক দেওয়ার জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন।এলাকার মানুষ চায় দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হোক।

বসিরহাটে বিরোধী দল থেকে সমর্থকরা তৃণমূলে

শামিম মোল্লা ● বসিরহাট

আপনজন: বসিরহাট ২ নম্বর ব্লক এর অন্তর্গত বেগমপুর বিবিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় গোবরা পাঁচ নম্বর বুথে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলামের সমর্থনে একটি কর্মী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই কর্মী বৈঠকে প্রায় ১২৫ জন সিপিআইএম ও আইএসএফ ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন।
ভোটের আগেই বিরোধী দলে ফাটল কার্যত তৃণমূলের হাত মজবুত হল বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট উত্তরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা উত্তর ২৪ পরগানা জেলা পরিষদ সদস্য এটিএম আব্দুল্লা , বেগমপুর বিবিপুর অঞ্চলের কার্যকরী সভাপতি মিনহাজুল ইসলাম বাবুয়া ও বসিরহাট ২ নম্বর ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম নেতা কাজিরুল মন্ডল । তাদের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন।
এ বিষয়ে উত্তর ২৪ পরগানা জেলা পরিষদের সদস্য এটিএম আব্দুল্লাহ রনি বলেন, "তৃণমূলের জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। মানুষ উন্নয়ন মুখী। আর তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের জন্য কাজ করে বলে বিরোধী দল থেকে দলে দলে মানুষ তৃণমূলে যোগ দিচ্ছে।

চন্দ্রবোড়ার কামড় বধূকে, ফের আতঙ্ক ক্যানিংয়ে

কুতুব উদ্দিন মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: প্রচন্ড গরমের পাশাপাশি বিষধর সাপের উপদ্রব কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে।মঙ্গলবার রাতে চন্দ্রবোড়া সাপ কামড় দিয়েছিল এক বধূকে। বর্তমানে ওই বধু ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে সোনারপুর থানার অন্তর্গত প্রতাপ নগরের বাসিন্দা গৃহবধু সন্ধ্যা মাইতি। মঙ্গলবার রাত ১১ টা নাগাদ বাড়ির বারান্দা থেকে নীচে নামছিলেন। সেই সময় একটি বিষধর চন্দ্রবোড়া সাপ তার ডান পা জড়িয়ে ধরে কামড় দেয়। কোন মতে সাপটি ছাড়িয়ে চিৎকার করে উঠলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা দৌড়ে আসেন। বধূকে উদ্ধার করে।চিকিৎসার জন্য স্থানীয় কালিকাপুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ওই বধূকে সাপে কামড়ানো প্রতিষেধক ১০ টি এভিএস দেওয়ায় হয়। পরে বধুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে রাতেই চিকিৎসকরা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন।ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ওই বধু কে আরো ১০ টি এভিএস দেওয়া হয়।ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ প্রজ্জ্বল সরকার জানিয়েছে, 'বধূকে ১০ এভিএস দেওয়া হয়েছে।তবে সকলকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।গরমে সাপের উপদ্রব বাড়লেও সাপের কামড়ের সংখ্যা অবশ্যই কমবে। রাতে পথ চলার সময় অবশ্যই আলো ব্যবহার জরুরী।রাতে মসারী টাঙিয়ে ঘুমানো প্রয়োজন। তাছাড়া কোন নোংরা জঙ্গল এলাকায় যাতায়াত করার আগে লাঠি দিয়ে দেখে নিতে হবে। সতর্কতা অবলম্বনের পরও যদি সাপের কামড়ের ঘটনা ঘটে তবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে নিকটবর্তী সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলেই

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আগুনে পুড়ে ছাই পাঁচ দিনমজুরের সাতটি ঘর

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: রান্নাঘরের আগুনে পুড়লো পাঁচটি দিনমজুর পরিবারের সাতটি ঘর।মঙ্গলবার সকাল এগারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের কুইলপাড়া গ্রামে। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আফসার হোসেন,আরজাউল হক,মিরজাউল হক,গুলেস্বর আলি ও ওয়ারেশ আলি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,মির্জাউলের রান্নাঘর থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এরপর আগুনে পুড়ে যায় সাতটি ঘর সহ একাধিক খড়ের গাদা।স্থানীয়রা ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে হাত লাগান।ফোন করা হয় তুলসীহাটা দমকল অফিসে। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। ঘন্টাখানেকের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল কর্মীরা। অপরদিকে আগুন নেভানোর সময় ওয়ারেশ আলির বাড়ি থেকে ৭০ হাজার টাকা চুরি হয়ে যায়। জানা গেছে ওয়ারেশ আলির সাতটি মেয়ে। ছোট মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য গাছ বিক্রি করে ও ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে টাকাগুলি বাড়িতে মজুত রেখেছিল।আগুন নেভানোর সুযোগে তার বাড়িতে ঢুকে কে বা কারা টাকাগুলি চুরি করে নিয়ে নিয়েছে। এখন কিভাবে মেয়ের বিয়ে দিবেন এবং লোন পরিশোধ করবেন তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছে পরিবার।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ ও হরিশ্চন্দ্রপুর ১(বি) ব্লকের সভাপতি মর্জিনা খাতুন।ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সরকারি ত্রান সামগ্রী পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন মর্জিনা।হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ জানান,খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ ছুটে যায়।ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটি মৌখিকভাবে টাকার অভিযোগটি জানিয়েছে।থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

'তৃতীয় রবির' সাহিত্য আড্ডা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সাঁকরাইল

আপনজন: সাঁকরাইল থানার নলপুরের মনোহরপুর এলাকায় তৃতীয় রবি'র ৩১'তম সাহিত্য পাঠের আসর অনুষ্ঠিত হল। সভাপতিত্ব করেন শক্তি শঙ্কর সামন্ত এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন আনোয়ার হুসেন। স্বাগত ভাষণ দেন কমিটির সম্পাদক ঝুমা পাল। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী গোপাল শর্মা। সভায় কবিতা ও গল্প পাঠ করেন তুহিনা মিত্র, জাহাঙ্গীর মিদ্দে, দীপক জানা ,প্রণয়কান্তি কপাট ,ঝুমা পাল, প্রদীপ্ত সামন্ত ,তিতাস, রত্নদীপ চক্রবর্তী,পঞ্চানন মন্ডল, গোপাল শর্মা ,নিত্যানন্দ দাস, বাসুদেব দাস, আরনিশা পারভিন,শম্পারানী রায়,তরণী বৈদ্য সহ ত্রিশ জন কবি ও সাহিত্যিক।

বর্ষবরণ

আপনজন: প্রাণের অনুরণন এর বর্ষবরণ অনুষ্ঠান বৈশাখী আড্ডা অনুষ্ঠিত হল।। শুরুতেই ছিল শিল্পী অনামিকা সরকারের একক সঙ্গীত।। তারপর জমে উঠেছে গান,নাচ ও কবিতার আসর।। অতিথি শিল্পী ছিলেন ভাস্বতী দত্ত ও অরিন্দম মুখার্জি। সঞ্চালক হিমাদ্রি দাস ও তাপস সরকার।

দাওয়াত
الدعوة

- শাওয়াল মাসের গুরুত্বপূর্ণ আমল
- বিপদে ‘হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল’ পাঠের মাহাত্ম্য
- অনুপম তওবার প্রতিফলন
- কবরে কাজে আসবে যে সন্তান

শাওয়াল মাসের গুরুত্বপূর্ণ আমল

আসআদ শাহীন

শাওয়াল শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থের ব্যাপারে আভিধানিকরা বিভিন্ন অর্থ উল্লেখ করেছেন। এখানে তা উল্লেখ করা হলো–

এক. শাওয়াল শব্দটি ‘শাওল’ ক্রিয়ামূল থেকে নির্গত। এর অর্থ ওপরে ওঠা, ওঠানো, উঁচু হওয়া, উঁচু করা ইত্যাদি।

(লিসানুল আরব, খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩৭৬, কামুসুল ওয়াহিদ, পৃষ্ঠা-৮৯৯)

আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) বলেন, এই মাসে (শাওয়াল) নর উট মাদি উটের সঙ্গে সহবাস করে এবং সে সময় তার লেজ সে ওপরে উঠিয়ে নেয়। এ জন্যই এ মাসকে ‘শাওয়াল’ বলা হয়। (তাফসিরে ইবনে কাসির, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৯৬)

দুই. শাওয়াল শব্দটি ‘তাশবিল’ ক্রিয়ামূল থেকে নির্গত। অর্থ (উটের দুধ) হ্রাস পাওয়া, কম হওয়া বা কমে যাওয়া ইত্যাদি। (কামুসুল ওয়াহিদ, পৃষ্ঠা-৯০০)

আল্লামা ইবনে মানজুর (রহ.) বলেন, এই মাসে (শাওয়াল) উটের দুধ হ্রাস পেত। এ জন্যই এ মাসকে ‘শাওয়াল’ বলা হয়। (লিসানুল আরব, খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩৭৭)

তিন. শাওয়াল শব্দের আরেক অর্থ ছেড়ে যাওয়া বা খালি রাখা। যেহেতু এই মাসে (শাওয়াল) আরবরা তাদের বাড়িঘর ছেড়ে শিকারে যেত, তাই এ মাসকে ‘শাওয়াল’ বলা হয়।

(তাজুল আরুস, খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৩৯৭, গিয়াসুল লুগাত, পৃষ্ঠা-৩০০)

চার. আল্লামা ইবনে আসাকির (রহ.) শাওয়াল নামকরণের ব্যাপারে বলেন, এ মাসে সব মানুষের গুনাহ উঠিয়ে নেওয়া হয় (অর্থাৎ ক্ষমা করে দেওয়া হয়)। এ জন্যই এ মাসকে ‘শাওয়াল’ বলা হয়। (তারিখে দামেস্ক, খণ্ড-৪৫, পৃষ্ঠা-৩৩৫, কানজুল উম্মাল, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫৮৮)

শাওয়াল মাসের ফজিলত :

শাওয়াল মাস একটি বরকতময় মাস। এই মাসের বরকত প্রথম রাত থেকেই শুরু হয়। শাওয়ালের প্রথম দিন তথা ঈদুল ফিতর হলো বরকতময় দিন এবং এর রাতও বরকতময়।

শাওয়াল মাসের প্রথম দিন ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়, যা ইসলামের একটি মহৎ উৎসব এবং মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত খুশি ও আনন্দের দিন।

শাওয়াল মাস হজের প্রস্তুতির প্রথম মাস : আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘হজের কয়েকটি নির্দিষ্ট মাস আছে।’ (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৯৭)

উলামায়ে কিরাম একমত যে আশহুরে হজ তথা হজের মাস তিনটি, যার প্রথমটি হলো শাওয়াল, দ্বিতীয়টি জিলকদ এবং তৃতীয়টি হলো জিলহজের প্রথম ১০ দিন। (ফাতহুল বারি, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪২০)

শাওয়াল মাসের আমল :

শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখার ফজিলত বহু হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, যা সহিহ সনদে হাদিসের বহু কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি শাওয়ালের (রমজানের রোজা রাখার পর) ছয়টি রোজা পালন করবে, তা সারা বছর রোজা রাখার সওয়াব হিসেবে গণ্য হবে। কারণ যে ব্যক্তি একটি নেক আমল করবে, তাকে ১০ গুণ সওয়াব দেওয়া হবে। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৭১৫)

আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখবে এবং তারপর শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখবে, সেগুলো সারা বছরের রোজা হিসেবে গণ্য হবে। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৬৬৪)

উপরোক্ত হাদিসে রমজানের রোজা রাখার পর শাওয়ালের ছয় দিন রোজা রাখার জন্য পুরো বছর সওয়াব পাওয়ার কারণ সহিহ ইবনে খুজায়মাতে বর্ণনা করা হয়েছে।

সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, রমজানের রোজা ১০ মাস এবং (শাওয়ালের) ছয়টি রোজা দুই মাসের (সমান)। অতএব এগুলো সারা বছরের রোজার সমতুল্য।(সহিহ ইবনে খুজায়মা, হাদিস : ২১১৫)

আল্লামা নববী (রহ.) বলেন, প্রতিটি নেক আমলের সওয়াব ১০ গুণ। এই হিসাব অনুযায়ী রমজান মাস ১০ মাসের সমপরিমাণ এবং শাওয়ালের ছয়টি রোজা দুই মাসের সমতুল্য। ফলে সব মিলিয়ে পূর্ণ এক বছর হয়। আর এভাবেই সারা বছর রোজা রাখার সওয়াব পাবে। (শারহুন নববী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৬৯)

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলি (রহ.) শাওয়ালের ছয় দিনের রোজার ব্যাপারে কয়েকটি ফজিলত উল্লেখ করেছেন–

এক. সারা বছর রোজা রাখার সওয়াব পাওয়া যায়।

দুই. হাশরের দিন নফলের মাধ্যমে ফরজের ঘাটতি ও ত্রুটি পূরণ করা হবে। যেমনটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে : কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাজের হিসাব নেওয়া হবে। আর হিসাব অনুযায়ী বান্দার আমল পরিমাপ করা হবে। ফরজ আমলে যদি কমতি বা ঘাটতি থাকে তাহলে নফল আমলের মাধ্যম তা পূরণ করা হবে। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বলবেন, দেখো! আমার বান্দার কোনো নফল আমল আছে কি না। যদি থাকে তাহলে আমার বান্দার ফরজের ঘাটতি নফলের মাধ্যমে পরিপূর্ণ করে দাও। (আবু দাউদ, হাদিস : ৭৬৬)

উল্লেখ্য, শাওয়ালের ছয় রোজা নামাজের আগে ও পরের সুন্নত ও নফলের মতোই। এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রমজানের রোজাগুলোর ঘাটতি ও ত্রুটি পূরণ করে দেবেন।

তিন. রমজানের পর শাওয়ালের রোজা রাখা রমজানের ফরজ রোজা কবুল হওয়ার প্রমাণ ও নিদর্শন। হাদিস থেকে প্রমাণিত যে আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দার নেক আমল কবুল করেন, তখন তাকে আরো নেক আমল করার সুযোগ দেন। হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কি (রহ.) বলেন, একটির পর দ্বিতীয় নেক আমল করা প্রথম নেক আমল কবুল হওয়ার লক্ষণ। (ইসলাহি মাজালিস, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩১৪)

চার. আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জিকির, হামদ, তাসবিহ, তাকবির ইত্যাদির মাধ্যমে রমজানের রোজা পালনের নিয়ামত ও তাওফিকের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘আল্লাহ তোমাদের পক্ষে যা সহজ সেটাই চান, তোমাদের জন্য জটিলতা চান না এবং (তিনি চান) যাতে তোমরা রোজার সংখ্যা পূরণ করে নাও এবং তোমাদের হিদায়াত দান করার দরুন আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব বর্ণনা করো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৮৫)

অতএব, রমজানের বরকত এবং গুনাহ মাফের জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ রমজানের পরে কয়েকটি রোজা রাখা কাম্য। ওয়াহিব বিন আল ওয়ার্দ (রহ.)-কে কোনো ভালো কাজের পুরস্কার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, কোনো ভালো কাজের পুরস্কার ও প্রতিদান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কোরো না, বরং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করো। কারণ আল্লাহ তাআলা তোমাকে নেক আমল করার তাওফিক দান করেছেন। (লাতায়িফুল মাআরিফ, পৃষ্ঠা-৪৯৩)

জরুরি মাসআলা

এক. শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখা মুস্তাহাব। তাই রমজানের রোজা রাখার পরপর এই ছয়টি রোজা রাখার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা এই ছয়টি রোজা সারা বছর রোজা রাখার সওয়াবের সমতুল্য।

দুই. এই ছয়টি রোজা ফরজ বা ওয়াজিব নয়। তাই কেউ রোজা না রাখলে গুনাহগার হবে না। সুতরাং কেউ রোজা না রাখলে তাকে দোষারোপ করা উচিত নয়, কারণ এটি মুস্তাহাব রোজা, যা পালন করলে সওয়াব পাওয়া যায়, কিন্তু না রাখলে কোনো গুনাহ নেই।

তিন. শাওয়ালের প্রথম দিন (ঈদের দিন) ছাড়া মাসের যেকোনো দিন এই ছয়টি রোজা পালন করা যেতে পারে। একটানা বা বিরতি দিয়ে (উভয়ভাবেই) রাখতে পারবে, যেটি সুবিধাজনক। (আদ দুররুল মুখতার, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৩৫)

আল্লাহ তাআলা আমাদের রমজানের রোজা ও অন্যান্য ইবাদতের শোকরস্বরূপ শাওয়াল মাসের রোজা রাখার তাওফিক দান করুন। আমিন।

কুরআনের আলোকে রাসূলুল্লাহ সা.-এর পরিচয় ও দায়িত্ব

নিয়ামুল ফাতেমী

পবিত্র কোরআন এবং বিশ্বনবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি বাদে আরেকটির চিন্তা অকল্পনীয়। পবিত্র কোরআনে মহানবী সা. এর পরিচয় ও দায়িত্ব নিয়ে বেশ কিছু সূরার আয়াত নাজিল হয়েছে। যেমন-

> ৭২/২৩: বলুন: আল্লাহর পক্ষ থেকে তার রিসালাত (পয়গাম/বাণী/বার্তা/মেসেজ) কেবল পৌঁছে দেওয়া (মানুষের নিকট) আমার দায়িত্ব।

> ১৮/১১০: বল: আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহি প্রেরিত হয় যে, তোমাদের মাবুদ তো একই মাবুদ। সুতরাং.....।

> ৩/১৪৪: মুহাম্মাদ সা. তো একজন রাসূল (বাণী বাহক) ছাড়া কিছু নয়, তার পূর্বেও অনেক রাসূল গত হয়েছেন।

> ৪/১৬৫: সকল রাসূলই ছিলেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী।

> ৮৮/২১-২২: তুমি উপদেশ দিতে থাকো, তুমি কেবল একজন উপদেশ দাতা। তুমি তাদের দায়গ্রস্ত কর্ম নিয়ন্ত্রণকারী নও।

> ৭৯/৪৫: তুমি তো কেবল কেয়ামতের ভয় প্রদর্শনকারী যে একে ভয় করে।

> ১৬/৩৫: রাসূলদের কর্তব্য তো কেবল স্পষ্ট বাণী প্রচার করা।

> ১৬/৮২: তোমার কাজ তো শুধু সুস্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছে দেওয়া।

> ২৭/৯২: বলো, আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী মাত্র। (২৯/৫০)।

> ৭২/২৩: বলো: কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে তার রিসালাত (পয়গাম) পৌঁছানো ও প্রচার করাই আমার কাজ/দায়িত্ব।

> ২৫/৫৬: আমি তো তোমাকে প্রেরণ করেছি কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রুপেই।

> ৩৩/৪৫ ও ৩৩/৪৬: হে নবী! আমি তো তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরুপে, সুসংবাদদাতারুপে ও সতর্ককারীরুপে। এবং আল্লাহর আদেশে তার দিকে আহবানকারীরুপে ও দীপ্তিমান প্রদীপরুপে।

> ৫/৬৭: হে রাসূল! তুমি পৌঁছে দাও যা তোমার প্রতি তোমার রবের তরফ থেকে নাজিল করা হয়েছে তা, আর যদি তা না কর তবে তো তার পয়গাম পৌঁছালে না।

> ৫/৯২: আমার রাসূলের দায়িত্ব তো শুধু স্পষ্ট প্রচার করা।

> ৫/৯৯: রাসূলের দায়িত্ব তো শুধু প্রচার করা।

> ৬/৪৮: আর আমি রাসূলদেরকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবেই প্রেরণ করি।

> ৬/৬৬: আপনি বলে দিন: আমি তোমাদের উপর কার্যনির্বাহক/তত্ত্বাবধায়ক নই।

> ৬/১০৭: আমি আপনাকে তাদের উপর পর্যবেক্ষকও করিনি এবং আপনি তাদের কার্যনির্বাহকও নন।

> ৫০/৪৫: হে রাসূল! আপনি তাদের উপর বল প্রয়োগকারী নন। অতএব, আপনি কুরআনের সাহায্যে তাকে উপদেশ দিতে থাকুন, যে আমার আজাবের সতর্কবাণীকে ভয় করে।

> ১১/২: তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করবে না। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য তার তরফ থেকে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।

> ১৩/৪০:....তোমার কাজ তো কেবল পৌঁছানো আর হিসাব নেয়া আমার কাজ।

> ১৬/৩৫ ও ৪২/৪৮:.... রাসূলদের দায়িত্ব তো শুধু সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছে দেওয়া। এবং আপনাকে আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। আপনার কর্তব্য কেবল প্রচার করা।

> ২৪/৫৪: বলো: তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসূলের। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে রাসূলের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। আর যদি তোমরা তার আনুগত্য কর তবে সৎ পথ পাবে। আর রাসূলের কাজ তো কেবল স্পস্টরুপে বাণী পৌঁছে দেওয়া।

> ৬৪/১২: তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসূলের। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে আমার রাসূলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে (বাণী) পৌঁছে দেওয়া।

> তুমি সতর্ক কর এ কোরআন দিয়ে তাদেরকে যারা ভয় করে যে,তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের নিকট সমবেত করা হবে....। [৬/৫১, ৬/৭০, ৬/৯২,৬/১০৬, ৭/৩, ২৬/১৯২-১৯৬,২১/৪৫,৫০/৪৫]।

> ৮৭/৯: তুমি উপদেশ দিতে থাকো।

> ২৮/৫৬: (হে নবী!) নিশ্চয়ই যাকে তুমি ভালোবাস, (ইচ্ছা করলেই) তাকে তুমি সঠিক পথ দেখাতে পারবে না; আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন সঠিক পথ প্রদর্শন করে।

অনুপম তওবার প্রতিফলন

ফেরদৌস ফয়সাল

বুরাইদাহ (রা.)-এর বরাতে তার পিতা বর্ণনা থেকে পাওয়া এই হাদিস।

মাইয ইবনু মালিক আসলামী নবী সা.-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! নিশ্চয়ই আমি আমার আত্মার ওপর জুলুম করেছি, অর্থাৎ ব্যাভিচার করেছি। আমি চাই যে আপনি আমাকে পবিত্র করবেন। তখন তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন।

পর দিন সে আবার নবী সা.-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমি ব্যাভিচার করেছি। এবারও তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। এরপর রাসুলুল্লাহ সা. তার সম্প্রদায়ের কাছে একজন লোককে পাঠালেন। লোকটি সেখানে গিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করল, আপনারা কি মনে করেন যে তার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে? সে মন্দ কাজে লিপ্ত হয়েছে? জবাবে তারা বলল, আমরা তো তার মস্তিষ্কের বিকৃতি সম্পর্কে কোনো কিছু জানি না। আমরা জানি যে সে সম্পূর্ণ সুস্থ প্রকৃতির।

এরপর মাইয তৃতীয়বার রাসুলুল্লাহ সা.-এর কাছে এল। তখন তিনি আবারও একজন লোককে তার গোত্রের কাছে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঠালেন। তখনো তাঁরা তাঁকে জানালেন যে আমরা তার সম্পর্কে খারাপ কোনো কিছু জানি না এবং তার মস্তিষ্কের কোনো বিকৃতি ঘটেনি।

এরপর যখন চতুর্থবার সে এল, তখন তার জন্য একটি গর্ত খোঁড়া হলো। নবী সা. তাকে (ব্যভিচারের শাস্তি প্রদানের) নির্দেশ প্রদান করলেন। সুতরাং তার ওপর পাথর নিক্ষেপ করা হলো।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর গামিদী এক নারী এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমি ব্যাভিচার করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে পবিত্র করুন। তখন নবী সা. তাকে ফিরিয়ে দিলেন।

পর দিন আবার নারী এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল সা. আপনি কেন আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। আপনি সম্ভবত আমাকে ওইভাবে ফিরিয়ে দিতে চান, যেমনভাবে আপনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন মাইযকে? আল্লাহর শপথ করে বলছি, নিশ্চয়ই আমি গর্ভবতী।

তখন তিনি বললেন, তুমি যদি ফিরে যেতে না চাও, তবে আপাতত এখনকার মতো চলে যাও এবং প্রসবকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো। এরপর যখন সে সন্তান প্রসব করল, তখন ভূমিষ্ঠ সন্তানকে এক টুকরা কাপড়ের মধ্যে নিয়ে তাঁর কাছে এল এবং বলল, এ সন্তান আমি প্রসব করেছি। তখন রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, যাও তাকে (সন্তানকে) দুধপান করাও। দুধপান করানোর সময় পার হলে পরে এসো। এরপর যখন তার দুধপান করানোর সময় শেষ হলো, তখন ওই নারী শিশুসন্তানটি নিয়ে তাঁর কাছে আবার এল এমন অবস্থায় যে শিশুটির হাতে এক টুকরা রুটি ছিল। এরপর বলল, হে আল্লাহর নবী! এই তো সেই শিশু, যাকে আমি দুধপান করানোর কাজ শেষ করেছি। সে এখন খাবার খায়।

শিশুসন্তানটিকে তিনি একজন মুসলোনকে প্রদান করলেন।

এরপর তাকে (ব্যভিচারের শাস্তি) দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। নারীর বুক পর্যন্ত গর্ত খনন করানো হলো; এরপর জনগণকে (তার প্রতি পাথর নিক্ষেপের) নির্দেশ দিলেন। তারা তাকে পাথর মারতে শুরু করল। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) একটি পাথর নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং নারীর মাথায় নিক্ষেপ করলেন, তাতে রক্ত ছিটকে পড়ল খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.)-এর মুখমণ্ডলে। তখন তিনি নারীকে গালি দিলেন। নবী সা. তাঁর গালি শুনতে পেলেন। তিনি বললেন, সাবধান! হে খালিদ! সে মহান আল্লাহর শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন, জেনে রেখো! নিশ্চয়ই সে এমন তওবা করেছে, যদি কোনো ‘হক্কুল ইবাদ’ বা বান্দার হক বিনষ্টকারী ব্যক্তি এমন তওবা করত, তবে তারও ক্ষমা হয়ে যেত। এরপর তার জানাজার নামাজ আদায়ের নির্দেশ দিলেন। তিনি তার জানাজার নামাজ আদায় করলেন। এরপর তাকে দাফন করা হলো।

বিপদে ‘হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল’ পাঠের মাহাত্ম্য

ফয়সাল

হজরত ইব্রাহিম (আ.)-কে যখন অবিশ্বাসী অত্যাচারী শাসক নমরুদ আগুনে নিক্ষেপ করে, তখন তিনি পড়েন ‘হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল’। যার ফলে আল্লাহ হজরত ইব্রাহিম (আ.)-কে আগুন থেকে রক্ষা করেছিলেন।

পবিত্র কোরআনে সুরা আলে ইমরানের ১৭৩ নম্বর আয়াতের অংশ ‘হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল, নিমাল মাওলা ওয়া নিমান নাসির।’ অর্থ: আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই কত ভালো কর্মবিধায়ক।

‘হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল, নিমাল মাওলা ওয়া নিমান নাসির।’ এই দোয়া জিকির যেকোনো সময় করা যায়। অসুস্থ বা উদ্বিগ্ন অবস্থায়, কোনো ক্ষতির আশঙ্কায় অথবা শত্রুর হাত থেকে মুক্তির জন্য এ দোয়া বিশেষ কার্যকর। এই দোয়ায় আল্লাহর কাছে সরাসরি কিছু চাওয়া হয় না। আল্লাহই যথেষ্ট এবং উত্তম সাহায্যকারী। অন্য দোয়ার মতো আল্লাহর কাছে কোনো আবেদন করা হয় না। দোয়াটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে হজরত ইব্রাহিম (আ.) ও প্রিয় নবী মুহাম্মদ সা. সবচেয়ে কঠিন সময়গুলোতে এই দোয়া পড়তেন।

এই আয়াতের প্রেক্ষাপট হলো মুসলিমরা প্রথমবারের মতো জানতে পারে তাদের বদরের যুদ্ধে অংশ নিতে হবে। আবু সুফিয়ানের বাণিজ্যযাত্রা, মক্কার কুরাইশদের এক হাজার সদস্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে আগমন সব তথ্য মুসলিমরা পাচ্ছিল। মুসলিমরা বদরের ময়দানে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হলেও তাদের তখনো প্রস্তুতি চলছিল।

এ অবস্থায় সাহাবিদের মানসিকতা কেমন ছিল, আল্লাহ সে প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বলেন, ‘তাদেরকে লোকে বলেছিল যে তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো । তখন এ তাদের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছিল আর তারা বলেছিল ‘আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই কত ভালো কর্মবিধায়ক।’ (সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৭৩)

এটি পড়ার কথা সহিহ হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত। রাসুল সা. মুশরিকদের হামলা হবে, এমন খবর শুনে হামরাউল আসাদ নামক জায়গায় দোয়াটি পাঠ করেন। (বুখারি, হাদিস: ৪৫৬৩)

এখানে আল্লাহকে ওয়াকিল বলা হয়েছে। ওয়াকিল মানে হলো অভিভাবক। মানুষ যখন আল্লাহর হাতে নিজেদের কোনো সংকটকালীন মুহূর্তে সোপর্দ করে, তখন আল্লাহ নিজেই তাদের হেফাজত করা এবং সমস্যা সমাধান করার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন। একইভাবে সুরা তওবার ৫৯ নম্বর আয়াতে আছে, ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ওদেরকে যা দিয়েছেন, তাতে যদি ওরা তুষ্ট হতো, তাহলে বলা হতো আর যদি বলত আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ অবশ্যই শিগগিরই নিজের অনুগ্রহ থেকে আমাদের দান করবেন ও তাঁর রাসুল দান করবেন; আমরা আল্লাহরই ভক্ত। (সুরা তওবা, আয়াত: ৫৯)

আবার সুরা তওবার শেষ আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘তারপর ওরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তুমি বলো আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। আমি তাঁর ওপরই নির্ভর করি আর তিনি মহা আরশের অধিপতি।’ (সুরা তওবা, আয়াত: ১২৯)

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন ইব্রাহিম (আ.)-কে আগুনের কুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন—হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল। ফলে তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন। সেই জ্বলন্ত আগুন তাঁর জন্য শীতল হয়ে পড়েছিল। মুহাম্মদ সা. তখন বলেছিলেন, ‘যখন লোকেরা বলেছিল, (কাফির) লোকেরা তোমাদের মোকাবিলার জন্য সমবেত হয়েছে। ফলে তোমরা তাদের ভয় করো। কিন্তু এ কথা তাদের ইমান বাড়িয়ে দিল এবং তারা বলল—হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল। অর্থাৎ আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।’ সাহাবিরা এই দোয়া আমল করেছিলেন খন্দকের যুদ্ধের সময়। যখন সাহাবিরা জানতে পারলেন ১০ হাজার সেনা এসে মদিনা শহরকে ঘেরাও করতে যাচ্ছে, তখনো তাঁরা আল্লাহর কাছে এই বলে সাহায্য কামনা করেছিলেন—হাসবুনাল্লাহি ওয়া নিমাল ওয়াকিল। (বুখারি: ৪৫৬৩-৪৫৬৪)

তিরমিজি শরিফে একটি হাদিস আছে। হাদিসটি যে পরিচ্ছেদে আছে, তার নাম হলো, ‘বিপদে আপনি যা করবেন।’ অর্থাৎ বিপদে পড়া অথবা বিপদের আশঙ্কা থাকে, তখন করণীয় কী? হজরত আবু সাইদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, ‘কেমন করে হাসিখুশি থাকব, অথচ শিঙাওয়ালা (ইসরাফিল ফুৎকার দেওয়ার জন্য) শিঙা মুখে ধরে আছেন। আর তিনি কান লাগিয়ে আছেন যে তাঁকে কখন ফুৎকার দেওয়ার আদেশ করা হবে এবং তিনি ফুৎকার দেবেন।’ এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সা.-এর সাহাবিরা রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। এমনটি দেখে মহানবী সা. তাঁদের বললেন, ‘তোমরা বলো, হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল।’ অর্থাৎ আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই কত ভালো কর্মবিধায়ক। (তিরমিজি: ২৪৩১, ৩২৪৩

ইবাদতে ব্যস্ত থাকা ব্যক্তির জন্য আল্লাহর সুসংবাদ

সাখাওয়াত উল্লাহ

অবসর মানে ব্যস্ততা থেকে খালি হওয়া। ইবাদতের জন্য অবসর হওয়ার অর্থ হলো, আখিরাতের জীবনকে সামনে রেখে পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবন পরিচালিত করা। মহান আল্লাহ হাদিসে কুদসিতে তাঁর ইবাদতের জন্য অবসর হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, ‘হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য অবসর হও। আমি তোমার বক্ষ অভাবমুক্ত করে দেব এবং তোমার দরিদ্রতা দূর করে দেব।

আর যদি সেটা না করো (অর্থাৎ আমার ইবাদতের জন্য অবসর না হও), তবে তোমার দুই হাত ব্যস্ততা দিয়ে ভরে দেব এবং তোমার অভাব-অনটনের পথ কখনো বন্ধ করব না।’ (তিরমিজি, হাদিস : ২৪৬৬)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ বলেন, ‘হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য অবসর হও। তাহলে আমি তোমার অন্তর ধনী বানিয়ে দেব এবং তোমার দুই হাত রিজিক দিয়ে পূর্ণ করে দেব। হে আদম সন্তান! আমার (ইবাদত) থেকে দূরে সরে যেয়ো না! তবে আমি তোমার হৃদয় দারিদ্র্য দিয়ে পূর্ণ করে দেব এবং তোমার দুই হাত ব্যস্ততা দিয়ে ভরে দেব।’ (মুস্তাদরাক হাকেম, হাদিস : ৭৯২৬)

সব কাজ থেকে যথা সময়ে নিজেকে অবসর করে নিয়ে আল্লাহর অভিমুখী হওয়া মুমিনের বৈশিষ্ট্য। মহান আল্লাহ তাঁর রাসুল সা.-কে নির্দেশ দিয়ে বলেন, ‘অতএব যখন অবসর পাও, ইবাদতের কষ্টে রত হও এবং তোমার রবের দিকে রুজু হও।’ (সুরা : ইনশিরাহ, আয়াত : ৭-৮)

এ আয়াতের তাফসিরে ইবনু কাসির (রহ.) বলেন, ‘যখন তুমি দুনিয়ার কাজকর্ম ও ব্যস্ততা থেকে অবসর হবে এবং দুনিয়ার যাবতীয় সম্পৃক্ততা থেকে মুক্ত হবে, তখন ইবাদতে আত্মনিয়োগ করো এবং অন্তরকে খালি করে সক্রিয়ভাবে ইবাদত সম্পাদন করো। আর নিয়ত ও আগ্রহকে একমাত্র তোমার রবের জন্য বিশুদ্ধ করো।’ (তাফসিরে ইবনে কাসির, ৮/৪৩৩)

ইবাদতের জন্য অবসর তিন ভাগে বিভক্ত : (১) মনের অবসর, (২) শরীরের অবসর ও (৩) সময়ের অবসর।

মনের অবসর : মনের অবসর হলো, গভীর মনোযোগী হয়ে ইবাদত করা, অন্তরকে লৌকিকতামুক্ত করা, নিয়ত পরিশুদ্ধ করা।

শরীরের অবসর : শরীরের অবসর হলো, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত করা এবং পাপাচার থেকে বিরত রাখা, জিহ্বাকে জিকরে ব্যস্ত রাখা, সত্য কথা বলা, লজ্জাস্থানের হেফাজত করা, পেট হারাম খাদ্য থেকে বিরত রাখা ইত্যাদি।

সময়ের অবসর : সময়ের অবসর হলো, নির্দিষ্ট সময় ইবাদতের জন্য বরাদ্দ রাখা। যেমন : প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জন্য সময় বরাদ্দ রাখা, প্রতিদিন কোরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি।

সব কিছুর ওপর আল্লাহর ইবাদতের অগ্রাধিকার ইবাদতের জন্য অবসর হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত হলো, দুনিয়ার সব কাজের ওপর আল্লাহর আনুগত্য প্রাধান্য দেওয়া। কেননা দুনিয়াতে মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

তবে ইবাদতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। কারণ সামর্থ্যের অতিরিক্ত আমল করা শুরু করলে কয়েক দিন পরে সেটাতে বিরক্তি চলে আসবে। তাই ইবাদতে মধ্যপন্থা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়। নবী করিম সা. বলেন, ‘হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমল করতে থাকো। কারণ আল্লাহ (সওয়াব দানে) ক্লান্তিবোধ করেন না, যতক্ষণ না তোমরা (আমল সম্পাদনে) ক্লান্ত হয়ে পড়ো। আর আল্লাহর কাছে ওই আমল সবচেয়ে প্রিয়, যা অল্প হলেও নিয়মিত করা হয়।’ (বুখারি, হাদিস : ৫৮৬১)

আল্লাহর ইবাদতের জন্য অবসর হওয়ার সর্বশেষ স্বরূপ হলো, ইবাদতে ইস্তিকামাত তথা অবিচল থাকা। আর ইবাদতে অবিচল থাকার অর্থ হচ্ছে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়মিত আল্লাহর আনুগত্য করা। মহান আল্লাহ বলেন, ‘তোমাদের উপাস্য মাত্র একজন। অতএব তোমরা তাঁর দিকেই দৃঢ়ভাবে গমন করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।’ (সুরা : হা-মিম সাজদাহ, আয়াত : ৬)

মহান আল্লাহ আমাদের আমল করার তাওফিক দান করুন।

কবরে কাজে আসবে যে সন্তান

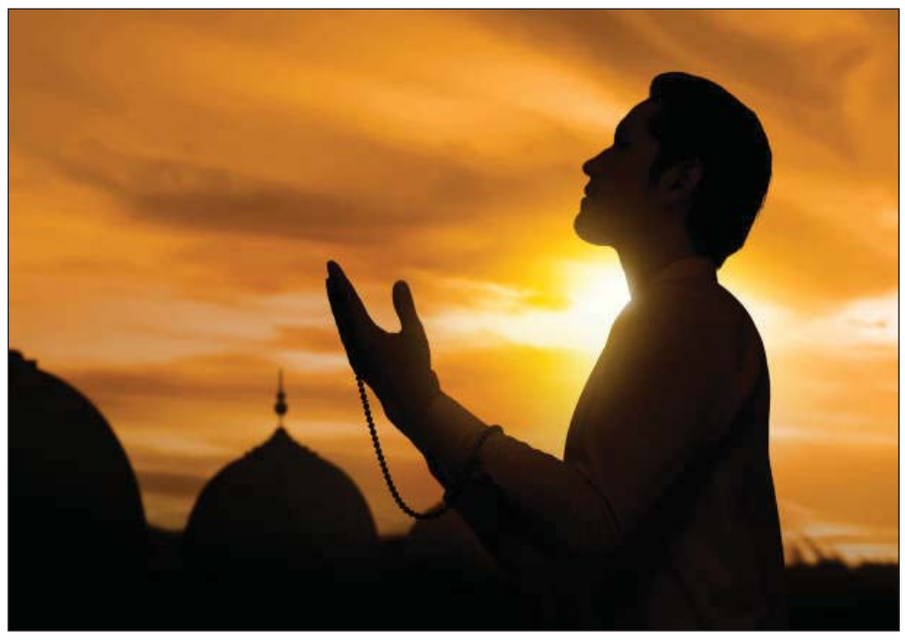

সাখাওয়াত

মৃত্যুর পর মানুষের আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যে মা-বাবা নেককার সন্তান রেখে কবরে যান, মৃত্যুর পর তাঁর নেকি অর্জনের পথ বন্ধ হয় না। রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, ‘মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার আমলের পথ বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি আমল ছাড়া—সদকায়ে জারিয়া, এমন ইলম (জ্ঞান), যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে। ’ (মুসলিম, হাদিস : ১৬৩১; তিরমিজি, হাদিস : ১৩৭৬)

মানুষ মারা গেলে বরজখি জীবনে থাকে। সেখানে সাতটি আমলের প্রতিদান অব্যাহত থাকে। রাসুল সা. বলেন, ‘মৃত্যুর পর কবরে থাকা অবস্থায় বান্দার সাতটি আমলের প্রতিদান অব্যাহত থাকে, (১) যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষা দেবে অথবা (২) নদী খননের ব্যবস্থা করবে অথবা (৩) কূপ খনন করবে অথবা (৪) কোনো খেজুরগাছ রোপণ করবে অথবা (৫) মসজিদ নির্মাণ করবে অথবা (৬) কোরআন কাউকে দান করবে, অথবা (৭) এমন কোনো সন্তান রেখে যাবে, যে মৃত্যুর পর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। ’ (মুসনাদ বাজ্জার, হাদিস : ৭২৮৯; সহিহুত তারগিব, হাদিস : ৭৩)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন, ‘ঈমানদার ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার যেসব কাজ ও তার যেসব পুণ্য তার সঙ্গে যুক্ত হয় তা হলো, যে জ্ঞান সে অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে এবং তার প্রচার করেছে, তার রেখে যাওয়া সৎকর্মপরায়ণ সন্তান, কোরআন, যা সে ওয়ারিশি সূত্রে রেখে গেছে অথবা মসজিদ, যা সে নির্মাণ করিয়েছে অথবা পথিক-মুসাফিরদের জন্য যে সরাইখানা নির্মাণ করেছে অথবা পানির নহর, যা সে খনন করেছে অথবা তার জীবদ্দশায় ও সুস্থাবস্থায় তার সম্পদ থেকে যে দান-খয়রাত করেছে, তা তার মৃত্যুর পরও তার সঙ্গে (তার আমলনামায়) যুক্ত হবে। ’ (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২৪১)

মা-বাবা একজন নেক সন্তানের আন্তরিক ও একনিষ্ঠ দোয়ার মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হতে পারেন। তাঁরা নেক সন্তানের মাধ্যমে সমাজের বুকে যেমন সম্মানিত হন, তেমনি আখিরাতেও তাঁদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। রাসুল সা. বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ জান্নাতে নেককার বান্দার মর্যাদা বুলন্দ করবেন, তখন সে বলবে, হে আমার রব, কেন আমার জন্য এই উচ্চ মর্যাদা? তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণে। ’ (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস : ১০৬১০) অর্থাৎ পিতার জন্য নেক সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার কারণে সেই পিতাকে আল্লাহ জান্নাতের উচ্চাসন দান করবেন।

অসচ্ছল মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিদান

আহমাদ মুহাম্মাদ

ইসলাম চায় সমাজের বিত্তবানরা সুখে-দুঃখে অভাবী ও অসচ্ছল মানুষের পাশে দাঁড়াক। এ ক্ষেত্রে পরস্পর লেনদেনে কোমলতা কাম্য। অসচ্ছল ও অভাবীকে অবকাশ দিলে পাপ মোচন হয়। নবী করিম সা. বলেন, জনৈক ব্যবসায়ী লোকদের ঋণ দেয়। কোনো অভাবগ্রস্তকে দেখলে সে তার কর্মচারীদের বলত, তাকে ক্ষমা করে দাও, হয়তো আল্লাহ তাআলা আমাদের ক্ষমা করে দেবেন। এর ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন। (বুখারি, হাদিস : ২০৭৮) হুজাইফা (রা.) বলেন, আমি নবী করিম সা.-কে বলতে শুনেছি, একজন লোক মারা গেল, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কি বলতে? সে বলল, আমি লোকদের সঙ্গে বেচাকেনা করতাম। ধনীদের অবকাশ (সুযোগ) দিতাম এবং গরিবদের হ্রাস (সহজ) করে দিতাম। কাজেই তাকে মাফ করে দেওয়া হয়। (বুখারি, হাদিস : ২৩৯১) রাসুলুল্লাহ সা. আরো বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এক ব্যক্তির রুহের সঙ্গে ফেরেশতা সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কোনো নেক কাজ করেছ? লোকটি জবাব দিল, আমি আমার কর্মচারীদের আদেশ করতাম যে তারা যেন অসচ্ছল ব্যক্তিকে অবকাশ দেয়। বর্ণনাকারী বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, অতঃপর তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো। (বুখারি, হাদিস : ২০৭৭)

ঘুষখোর প্রসঙ্গে মহানবী সা. যা বলেছেন

সাখাওয়াত উল্লাহ

কোনো ক্ষমতাধর ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা পাওয়ার জন্য যা কিছু প্রদান করা হয়, তাকে ঘুষ বা উৎকাচ বলা হয়। কারো কারো মতে, অন্যায়ভাবে কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠা বা বাতিল করার নিমিত্তে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অর্থ বা অন্য কিছু প্রদান করাকে ঘুষ বলে। কেউ কেউ বলেন, ঘুষ হচ্ছে স্বাভাবিক ও বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থের ওপর অবৈধ পন্থায় অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা। একেক প্রতিষ্ঠানে একেক নামে এটি পরিচিত।

নাম বদল করে অনেকে এ অপরাধ হালকাভাবে দেখতে চান। কিন্তু ঘুষ ঘুষই, তা যে নামেই ডাকা হোক না কেন। রাসুলুল্লাহ সা.-এর দরবারে একজন কর্মচারী কিছু মাল এনে বলল, এটা আপনাদের (সরকারি) মাল, আর এটা আমাকে দেওয়া হাদিয়া। রাসুলুল্লাহ সা. এতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সে তার মা-বাবার ঘরে বসে থাকল না কেন, তখন সে দেখতে পেত, তাকে কেউ হাদিয়া দেয় কি না? (বুখারি, হাদিস : ২৫৯৭)

ঘুষ বা উৎকাচ আসে হাদিয়া বা উপহারের রূপ ধারণ করে। অথচ ইসলামে হাদিয়া জায়েজ, কিন্তু ঘুষ হারাম। ঘুষ ও হাদিয়ার মধ্যে পার্থক্য হলো, হাদিয়ায় আর্থিক কোনো লাভের উদ্দেশ্য থাকে না, কিন্তু ঘুষে আর্থিক লাভের আশা থাকে।

ঘুষখোর আমানতের খিয়ানতকারী : রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, আমি যাকে ভাতা দিয়ে কোনো কাজের দায়িত্ব প্রদান করেছি, সে যদি ভাতা ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করে তাহলে তা হবে আমানতের খিয়ানত। (আবু দাউদ, হাদিস : ২৯৪৩)

আর খিয়ানতকারীকে মহান আল্লাহ পছন্দ করেন না।

পবিত্র কোরআনে এসেছে, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ আমানতের খিয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না।’ (সুরা : আনফাল, আয়াত : ৫৮)

ঘুষখোর মজলুমের বদদোয়ার শিকার : রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, তুমি মজলুমের বদদোয়া থেকে বেঁচে থাকো। কেননা মজলুমের বদদোয়া ও আল্লাহর মধ্যে কোনো পর্দা নেই। (বুখারি, হাদিস : ২৪৪৮)

অর্থাৎ মজলুমের দোয়া ব্যর্থ হয় না। তা ছাড়া কিয়ামতের দিন অন্যের সম্পদ ভক্ষণকারী জালিমের কাছ থেকে তার নেকি হতে মজলুমের বদলা পরিশোধ করা হবে।

নেকি শেষ হয়ে গেলে মজলুমের পাপ জালিমের ওপর চাপানো হবে। পরিশেষে তাকে নিঃস্ব অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (বুখারি, হাদিস : ৬৫৩৪)

ঘুষ কিয়ামতের দিন ঘুষখোরের কাঁধে চেপে বসবে : রাসুলুল্লাহ সা. কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত জনৈক কর্মচারীর হাদিয়া গ্রহণের কথা শুনে এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি ঘোষণা দিলেন, ওই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! সদকার মাল থেকে স্বল্প পরিমাণও যে আত্মসাৎ করবে, সে তা কাঁধে নিয়ে কিয়ামত দিবসে উপস্থিত হবে। সেটা উট হলে তার আওয়াজ করবে, গাভি হলে হাম্বা হাম্বা শব্দ করবে এবং বকরি হলে ভ্যা ভ্যা করতে থাকবে। (বুখারি, হাদিস : ২৫৯৭

ঘুষখোররা ইবাদত ও দান-খয়রাত করেও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত : রাসুলুল্লাহ সা. দীর্ঘ সফরে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত, ধুলা মলিন এলোকেশে ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে বলেন, সে আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করছে, হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক হারাম। আর তার দেহও হারাম উপার্জন দ্বারা গঠিত। তার প্রার্থনা কবুল হবে কিভাবে? (তিরমিজি, হাদিস : ২৯৮৯)

অর্থাৎ হারাম ভক্ষণ করায় তার প্রার্থনা কবুল হবে না, যদিও মুসাফিরের প্রার্থনা সাধারণত কবুল হয়ে থাকে। (আবু দাউদ, হাদিস : ১৫৩৬)

নিরুপায় হয়ে ঘুষ দিলে তার বিধান : যে ব্যক্তি নিজের কোনো ন্যায্য প্রাপ্য জিনিস বা অধিকার আদায়ের জন্য নিরুপায় হয়ে ঘুষ দেয় এবং কারো জুলুম থেকে বাঁচার জন্য অনন্যোপায় হয়ে ঘুষ দেয়, তার ওপর অভিসম্পাত পতিত হবে না। তবু এমন পরিস্থিতিতে ঘুষ দেওয়ার সুযোগ থাকলেও না দেওয়াই উত্তম।

ঘুষ থেকে বাঁচার উপায় : ঘুষ থেকে বাঁচার উপায় হলো পরকালের ভয়, সম্পদের লোভ বর্জন, আল্লাহভীতি, পার্থিব শাস্তির ব্যবস্থা ও গণসচেতনতা।

বিশ্বকাপের ৪০ দিন আগেও ‘প্রস্তুত’ নয় নিউইয়র্কের স্টেডিয়াম

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর ৪০ দিন আগেও প্রস্তুত হয়নি নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম। এ টুর্নামেন্ট সামনে রেখেই বানানো হচ্ছে স্টেডিয়ামটি। আগামী ২ জুন শুরু হতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে যৌথভাবে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সব মিলিয়ে ৯টি ভেন্যুতে হবে এ টুর্নামেন্ট। যুক্তরাষ্ট্রের যে ৩টি ভেন্যুতে বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো হবে, সবচেয়ে বেশি ৮টি ম্যাচ হওয়ার কথা নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টির মাঠটিতে। গতকাল প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে, স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে কাজ হচ্ছে। এর ধারণক্ষমতা হওয়ার কথা ৩৪ হাজার। তবে মাঠে এখনো কোনো ঘাসের চিহ্ন নেই। আগামী ৩ জুন এ মাঠে প্রথম ম্যাচ খেলবে শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ১০ জুন সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। তার আগের দিন এ মাঠেই হওয়ার কথা ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচও।

এটিকে বলা হচ্ছে ক্রিকেটের প্রথম ‘মডিউলার’ স্টেডিয়াম। সাধারণত স্টিল ও অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি স্থাপনাকে চাইলে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাতেও নিয়ে যাওয়া যায়। কার্যত এটি একেবারে স্থায়ী স্থাপনা নয়। ফলে তৈরি করতেও তুলনামূলক অনেক কম সময় লাগে।

বিশ্বকাপ সামনে রেখে গত ফেব্রুয়ারির শুরুর দিকে এ স্টেডিয়ামের নির্মাণকাজ শুরু হয়। গত বছর ফর্মুলা ওয়ানের লাস ভেগাস গ্রাঁ প্রিঁর অস্থায়ী গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডকেও এখানে স্থাপন করা হবে। পপুলাস নামের একটি স্থাপত্য ফার্ম ডিজাইন করেছে নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামের। এ ফার্ম এর আগে নিউইয়র্কের বেসবল দল ইয়াঙ্কির স্টেডিয়ামের পাশাপাশি ভারতের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম ও লন্ডনে টটেনহাম হটস্পারের স্টেডিয়ামেরও ডিজাইন করেছে। গত মার্চে এ স্টেডিয়ামের নির্মাণকাজের ‘এক মাস পূর্তি’ উপলক্ষে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল আইসিসি। তথ্য অনুযায়ী, ২৯ এপ্রিল মাঠের ঘাস লাগানোর কাজ শুরু হবে। আগামী ৬ মে এর নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার কথা। তবে এর ‘টেস্ট ইভেন্ট’ অনুষ্ঠিত হবে ২৭ মে, প্রথম ম্যাচের সপ্তাহখানেক আগে।

এর আগে এক বিবৃতিতে আইসিসির প্রধান নির্বাহী জিওফ অ্যালারডাইস বলেছিলেন, ‘আমরা আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪-এ নিউইয়র্কে নাসাউ কাউন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম উন্মোচন করতে পেরে রোমাঞ্চিত।’

স্টয়নিসের সেঞ্চুরিতে লক্ষ্ণৌ আবার হারাল চেন্নাইকে

আপনজন ডেস্ক: নিজের প্রথম ওভারে মোস্তাফিজুর রহমান দিয়েছিলেন মাত্র ৪ রান, পেয়েছিলেন লোকেশ রাহুলের উইকেট। পরের ওভারে দিলেন ১৩ রান, তৃতীয় ওভারে ১৫। ম্যাচের শেষ ওভারে যখন মোস্তাফিজের হাতে বল তুলে দেওয়া হলো, লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের জিততে দরকার ১৭ রান। ক্রিজে সেঞ্চুরিয়ান মার্কাস স্টয়নিস।

মোস্তাফিজ পারলেন না তাঁর দল চেন্নাই সুপার কিংসকে জেতাতে। প্রথম বলে ছক্কা, পরের দুই বলে দুটি চার। তিন নম্বর বলটি আবার হলো নো-ও। ফ্রি হিটে আবার ৪ মেরে স্টয়নিস লক্ষ্ণৌকে এনে দিলেন অসাধারণ এক জয়। ৩.৩ ওভারে ৫১ রান দিয়ে ওই একটাই উইকেট নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হলো মোস্তাফিজকে।

চেন্নাইয়ের করা ৪ উইকেটে ২১০ তাড়া করতে নেমে লক্ষ্ণৌ ম্যাচ জিতল ৬ উইকেট আর ৩ বল হাতে রেখে। স্টয়নিস অপরাজিত থাকলেন ৬৩ বলে ১২৪ রান করে, ৬টি ছক্কার সঙ্গে যিনি মেরেছেন ১৩টি চারও। টানা দুই ম্যাচে চেন্নাইকে হারাল লক্ষ্ণৌ। দুই দল নিজেদের ঠিক আগের ম্যাচেই মুখোমুখি হয়েছিল লক্ষ্ণৌর মাঠে। সেই ম্যাচে জেতার পর এবার চেন্নাইয়ের মাঠ থেকেও হাসিমুখে ফিরল লোকেশ রাহুলের দল।

স্টয়নিসের সেঞ্চুরিতে বৃথা হয়ে গেছে চেন্নাইয়ের অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় ও শিবম দুবের দুটি দুর্দান্ত ইনিংস। ৬০ বলে ৩ ছক্কা ও ১২ চারে ১০৮ রান করে অপরাজিত ছিলেন চেন্নাই অধিনায়ক। তাঁকে দারুণ সঙ্গ দিয়েছেন ২৭ বলে ৭ ছক্কা ও ৩ চারে ৬৬ রান করা দুবে। দুজন মিলে গড়েছেন মাত্র ৪৬ বলে ১০৪ রানের জুটি। লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের হয়ে ১টি করে উইকেট নেন ম্যাট হেনরি, মহসিন খান ও যশ ঠাকুর। তাঁদের মধ্যে হেনরি ৪ ওভারে মাত্র ২৮ রান দিলেও মহসিন দিয়েছেন ৫০ ও ঠাকুর ৪৭ রান।

আইপিএল শেষেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ভুলে গিয়েছিলেন ফ্রেজার-ম্যাগার্ক

আপনজন ডেস্ক: নিলামে দল না পেলেও জেইক ফ্রেজার-ম্যাগার্ক আইপিএলে সুযোগ পেয়েছেন লুঙ্গি এনগিডির চোটের কারণে। আইপিএলে প্রথমবার সুযোগ পেয়েই বেশ কয়েকবার শিরোনাম হয়েছেন এই অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান। গত শনিবার দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে করেছেন ১৫ বলে ফিফটি, যা এবারের আইপিএলে দ্রুততম। বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে ঝড় তোলায় জুনে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফ্রেজার-ম্যাগার্ক নিশ্চয়ই অস্ট্রেলিয়ার দলে জায়গা প্রত্যাশা করছেন? প্রত্যাশাটা স্বাভাবিক হলেও এই প্রশ্ন উঠছে অন্য কারণে। আইপিএলের পরই যে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ফ্রেজার-ম্যাগার্ক তো সেটা ভুলেই গেছেন! টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা মিচেল মার্শের। এই অলরাউন্ডারও এবার খেলেছেন দিল্লির হয়ে। হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের কারণে মার্শের আইপিএল শেষ হয়ে গেছে। দিল্লির প্রধান কোচ রিকি পন্টিং এর আগে জানিয়েছেন, চোটের চিকিৎসায় অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে যাওয়া মার্শ

ভারতে ফিরবেন না। তবে মার্শের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে সমস্যা দেখেন না পন্টিং। মার্শের সঙ্গে এর আগে এক আলাপচারিতায় সময় ফ্রেজার-ম্যাগার্ক ভুলেই গিয়েছিলেন সামনেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সংবাদ সংস্থা এএফপিকে ফ্রেজার-ম্যাগার্ক বলেছেন সে কথা, ‘মিচেল মার্শও দিল্লিতে, সে আমাকে বলেছে, আমরা বার্বাডোজ ও আমেরিকা যাচ্ছি। এরপর আমি বললাম, আপনি কী সেখানে খেলবেন? মার্শ অবাক হয়ে বলল, না, বিশ্বকাপ। ব্যাপারটা আসলে মাথায় ছিল না।’ অস্ট্রেলিয়ার ২১ বছর বয়সী এই ওপেনার এবি ডি ভিলিয়ার্সের রেকর্ড ভেঙে আলোচনায় আসেন। গত বছরের অক্টোবরে প্রোটিয়া কিংবদন্তির লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম শতকের রেকর্ড ভাঙেন ফ্রেজার-ম্যাগার্ক। সেঞ্চুরি করেছিলেন মাত্র ২৯ বলে। এর আগে ডি ভিলিয়ার্স সেঞ্চুরি করেছিলেন ৩১ বলে। ২০১৫ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৪৪ বলে ১৪৯ রানের ইনিংস খেলার পথে এই কীর্তি গড়েছিলেন ডি ভিলিয়ার্স। ২৬ মে আইপিএল শেষে ১ জুন থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আর এ বছর ফেব্রুয়ারিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে ফ্রেজার-ম্যাগার্কের। ম্যাচ খেলেছেন মাত্র দুটি, অভিষেক ম্যাচে প্রথম দুই বল ‘ডট’। পরের বলে চার, এরপর ছক্কার পরই আউট–৫ বলে করেন ১০ রান। সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে করেন ১৮ বলে ৪১। এ ইনিংস দেখে অনেকেই তাঁর মধ্যে ডেভিড ওয়ার্নারের ছায়া দেখেছেন। অস্ট্রেলিয়ার সাবেকরা তো তাঁর কাঁধে ওয়ার্নার হওয়ার গুরুভার অর্পণ করেছেন। সেই ওয়ার্নারের সঙ্গেও দারুণ সম্পর্ক হয়ে উঠছে ম্যাগার্কের, ‘তাকে এখানে (আইপিএল) পেয়ে, আরও ভালো করে জানার পর, আমাদের মধ্যে দারুণ সম্পর্ক, বন্ধুত্ব গড়ে উঠছে।’

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে আত্মবিশ্বাসী আদিল রশিদ

আপনজন ডেস্ক: ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে ইতিহাসের অন্যতম বাজে পারফরম্যান্স করলেও ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী আদিল রশিদ। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মানসিকতা তাঁদের আছে বলেও মনে করেন টি-টোয়েন্টিতে ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ (১০৭) উইকেটশিকারি এ লেগ স্পিনার। সীমিত ওভারের দুই সংস্করণেরই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হিসেবে সর্বশেষ ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে গিয়েছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু শিরোপা ডিফেন্ড করতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে তারা। ৯ ম্যাচ খেলে ইংল্যান্ড জেতে মাত্র ৩টি ম্যাচ, এর মধ্যে দুটিই আবার আসে বিদায় নিশ্চিত হওয়ার পর।

তবে ভারতের বিশ্বকাপের পারফরম্যান্সের কোনো প্রভাব আগামী জুনে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে যৌথভাবে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে থাকবে না বলে মনে করেন রশিদ। বার্মিংহামে ইসিবির টেপ-টেনিস বলের টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘৫০ ওভারের বিশ্বকাপ একেবারেই আলাদা একটি সংস্করণ। আমাদের পথচলা বাজে ছিল। ব্যাপারটা এমনই। টুর্নামেন্টটা আমাদের ভালো যায়নি। আমরা ভালো খেলিনি–ব্যাটিংয়ে, বোলিংয়ে, দল হিসেবে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা সংস্করণ, যেটিতে আমরা এ মুহূর্তে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।’

শিরোপা জয়ের ব্যাপারেও আত্মবিশ্বাসী ইংল্যান্ডের হয়ে চারটি বিশ্বকাপ খেলা রশিদ, ‘আমরা আত্মবিশ্বাসী। আমাদের এমন দল আছে, মানসিকতা আছে, খেলোয়াড় আছে, অভিজ্ঞতা আছে। আমরা যদি এ বিশ্বাস নিয়ে যাই, তাহলে আমার মনে হয়–আশা করি, শেষ পর্যন্ত যেতে পারব। আমাদের বাজে একটা বিশ্বকাপ গেছে–এভাবে ভাবছি না। কারণ, সংস্করণটা আলাদা। এটা ৫০ ওভার, টি-টোয়েন্টি না। দুটি গুলিয়ে না ফেলার চেষ্টা করি আমরা।’

এরপর রশিদ আরও বলেছেন, ‘চ্যাম্পিয়নদের মতো মানসিকতা আছে। অতীতে কী হয়েছে, তা নিয়ে ভাবছি না। বাজে বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবছি না। কেউ ফর্মে নেই, তা নিয়েও ভাবছি না। কারণ, সবকিছু দ্রুত বদলে যেতে পারে টুর্নামেন্টে অথবা প্রথম ম্যাচেই। তার আগপর্যন্ত হয়তো আমরা ভালো না-ও খেলতে পারি, কিন্তু টুর্নামেন্ট এলেই সবাই এগিয়ে আসে। দল এগিয়ে আসে। “সুইচ অন” করে এবং বিশ্বকাপ জেতে।’

গত ফেব্রুয়ারি থেকে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের বাইরে থাকা রশিদ মনে করেন, ৫০ ওভারের চেয়ে ২০ ওভারের সংস্করণে আরও খোলামেলা ক্রিকেট খেলতে পারবেন তাঁরা, ‘৫০ ওভারের ম্যাচ বেশ লম্বা–চিন্তাভাবনায়, একটু বেশি কৌশলগত দিক দিয়ে। বেশি পরিকল্পনা থাকে সেখানে। (অন্যদিকে) টি-টোয়েন্টি দ্রুতগতির। একটা পর্যায় পর্যন্ত পরিকল্পনা করতে হয়, তবে তেমন না। কারণ, মাঠে নেমে আপনার নিজেকে মেলে ধরতে হবে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বেশি পরিকল্পনা করলে আপনি হয়তো ১৮০ বা ১৭০-এ আটকে যাবেন। কিন্তু মুক্তভাবে খেললে ২৫০ বা ৩০০ রানও পেতে পারেন।’

বিশ্বকাপের জন্য প্রাথমিক দল ঘোষণার শেষ দিন আগামী ১ মে। আগামী সপ্তাহের শুরুতেই সে দল ঘোষণা করতে পারে ইংল্যান্ড।

‘ধোনি বিশ্বকাপে খেলতে চাইলে কেউ প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না’

আপনজন ডেস্ক: টেস্টকে বিদায় বলেছিলেন প্রায় বলেছিলেন প্রায় ১০ বছর আগে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অন্য দুই সংস্করণ থেকে অবসর নিয়েছেন প্রায় ৫ বছর আগে। এখন শুধু আইপিএলটাই খেলে যাচ্ছেন। তবে এবারের আইপিএলে মহেন্দ্র সিং ধোনি যেন দুই দশক আগের ধোনিকে ফিরিয়ে এনেছেন। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকের সেই লম্বা-ঝাঁকড়া চুল, ফিনিশারের ভূমিকায় নেমেই খুনে মেজাজের ব্যাটিং, দুর্দান্ত কিপিং

আর ক্ষিপ্রগতির রানিং–ধোনি পুরো প্যাকেজ নিয়েই ফিরেছেন। চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে এখন পর্যন্ত যে ৩৫ বল খেলার সুযোগ পেয়েছেন, তাতেই ধোনির পুরোনো রূপের দেখা মিলেছে। ৩৫ বলেই যে তিনি করেছেন ৯১ রান, স্ট্রাইক রেট ২৬০। ৬ ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে একবারও আউট হননি। ধোনির ‘বুড়ো’ হাড়ের ভেলকি দেখে অনেকেরই মনে হচ্ছে, অবসর ভেঙে তাঁকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরিয়ে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার প্রস্তাব দেওয়া উচিত। এই দলে সর্বশেষ দুই নাম বরুণ অ্যারন ও ইরফান পাঠান, যাঁরা ভারতীয় দলে ধোনির সতীর্থ ছিলেন। সাবেক দুই ক্রিকেটার মনে করেন, ধোনি চাইলেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে পারেন।

ক্লপের উত্তরসূরি হিসেবে এবার স্লটের দিকে চোখ রাখল লিভারপুল

আপনজন ডেস্ক: লিভারপুলে ইয়ুর্গেন ক্লপের সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসেবে জাবি আলোনসোর পর রুবেন আমোরিমের নামটা বেশ জোরেশোরেই উচ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহে এটা নিশ্চিত হয়ে গেছে স্পোর্টিং লিসবনের কোচের দায়িত্বে থাকা আমোরিমকে পাচ্ছে না লিভারপুল। পর্তুগিজ কোচকে দলের নেওয়ার দৌড়ে বরং এগিয়ে গেছে লিভারপুলের প্রিমিয়ার লিগ প্রতিদ্বন্দ্বী ওয়েস্ট হাম। তাহলে কে হবেন লিভারপুলের নতুন কোচ? এই প্রশ্নের উত্তরে এবার এসেছে আর্নে স্লটের নাম। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমগুলো জানাচ্ছে ডাচ ক্লাব ফেইনুর্ডের কোচ স্লটকে কোচ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে লিভারপুল। লিভারপুলের নতুন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাইকেল এডওয়ার্ডসের রিক্রুটমেন্ট কমিটির পছন্দের তালিকায় নাকি এখন স্লটের নামই সবার ওপরে।

৪৫ বছর বয়সী স্লট ফেইনুর্ডে ধারাবাহিকভাবেই সফল। ডিক অ্যাডভোকাট চলে যাওয়ার পর ২০২১-২২ মৌসুমে সালে ফেইনুর্ডের কোচের দায়িত্ব নেন এই ডাচ কোচ। প্রথম মৌসুমেই ফেইনুর্ডকে ইউরোপা কনফারেন্স লিগের ফাইনালে তোলেন এর আগে এজেড আলকমারের কাজ করা স্লট। ওই মৌসুমে ডাচ এরডিভিসিতে তৃতীয় হয় তাঁর দল। পরের মৌসুমে ফেইনুর্ড চ্যাম্পিয়ন হয় ডাচ লিগে। গত রোববার ফাইনালে এনইসি নেইমেগেন ১-০ গোলে হারিয়ে ডাচ কাপ জিতেছে স্লটের ফেইনুর্ড। স্বল্প বাজেটের দল নিয়ে স্লটের এমন সাফল্য ও আক্রমণাত্মক খেলার ধরনই তাঁকে নিয়ে বড় ক্লাবগুলোকে আগ্রহী করে তুলেছে। গত বছর ইংলিশ ক্লাব টটেনহামও কোচ করতে কথাবার্তা বলেছিল স্লটের সঙ্গে। এবার স্লটকে পেতে লিভারপুলকে লড়াই করতে হতে পারে বার্সেলোনা, বায়ার্ন মিউনিখ ও এসি মিলানের মতো ক্লাবের সঙ্গে। নতুন কোচ খুঁজে বেড়ানো এই ক্লাবগুলোও যে চোখ রেখেছে স্লটের ওপর। তবে লিভারপুল আশাবাদী হতে পারে গত বছর বলা স্লটের একটি কথায়। তাঁর টটেনহামের কোচ হওয়া নিয়ে যখন গুঞ্জন চলছিল তখন স্লট বলেছিলেন প্রিমিয়ার লিগকেই পাখির চোখ করেছেন তিনি, ‘পরবর্তী পদক্ষেপটা হলান্ডের (নেদারল্যান্ডসের) কোনো ক্লাব হবে না। যদি হয় তবে ধরে নিতে হবে যে আমি পুরোপুরি ব্যর্থ। স্বাভাবিকভাবেই পরের ধাপটা হলো দেশের বাইরে যাওয়া। আর আমি সব সময়ই বলে এসেছি প্রিমিয়ার লিগই বিশ্বের সেরা লিগ।’

ফুটবলে ক্যারিয়ারে মিডফিল্ডে খেলা স্লট ১৮ বছরের ক্যারিয়ারে কখনোই দেশের বাইরে খেলেননি। ১৯৯৫ সালে এফসি জোলা দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু করা স্লট ২০১৩ সালে পিইসি জোলা ক্লাবে শেষ করেন খেলোয়াড়ি জীবন। মাঝে এনএসি ব্রেডা, স্পার্টা রটারডামেও খেলেছেন ৪৬২ ম্যাচের পেশাদার ক্যারিয়ারে ঠিক ১০০ গোল করা স্লট।

বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে তেভেজ

আপনজন ডেস্ক: বুকে অস্বস্তির কারণে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে আর্জেন্টিনার সাবেক ফরোয়ার্ড কার্লোস তেভেজকে। চিকিৎসার জন্য গতকাল রাতে সান ইসিদ্রোর একটি ক্লিনিকে থাকতে হয় তাঁকে। আর্জেন্টিনার ক্লাব ইন্দিপেন্দিয়েন্তের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তেভেজের প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। আজ তাঁর আরও পরীক্ষা করানো হবে। সেসব পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হলে আজই ইন্দিপেন্দিয়েন্তের অনুশীলনে যোগ দেবেন তিনি। গত বছর ক্লাবটির কোচের দায়িত্ব নেন ৪০ বছর বয়সী তেভেজ।

ইন্দিপেন্দিয়েন্তের পক্ষ থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়, ‘বুকে ব্যথা নিয়ে আমাদের কোচ কার্লোস তেভেজ লা ত্রিনিদাদ হাসপাতালে গিয়েছিলেন। প্রাথমিকভাবে যে পরীক্ষা করা হয়েছে, তার ফল সন্তোষজনক। আজ তাঁর সাধারণ চেকআপের অংশ হিসেবে আরও পরীক্ষা করা হবে। টেস্টগুলো শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত তেভেজ হাসপাতালে ভর্তি থাকবেন।’ আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, উচ্চ রক্তচাপের জন্য তেভেজ এমনিতেই নিয়মিত চেকআপের জন্য হাসপাতালে যেতেন। ইন্দিপেন্দিয়েন্তের কোচ হিসেবে ২০২৬ সাল পর্যন্ত চুক্তি আছে তেভেজের। গত বছরও এক দুর্ঘটনায় হাসপাতালে যেতে হয়েছিল তেভেজকে।

কোহলিরও ৪০ বলে সেঞ্চুরির করার সামর্থ্য আছে, মনে করেন সৌরভ

আপনজন ডেস্ক: ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সাবেক সভাপতি ও ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী মনে করেন, বিরাট কোহলিরও হেডের মতো ৪০ বলে সেঞ্চুরি করার সামর্থ্য আছে। আইপিএলে বেঙ্গালুরুর হয়ে ইনিংস ওপেন করছেন কোহলি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও তাঁকে রোহিত শর্মার সঙ্গে ওপেন করার পরামর্শ দিয়েছেন সৌরভ। এবারের আইপিএলে ৩৭৯ রান নিয়ে কোহলি রান সংগ্রাহকদের তালিকায় শীর্ষে থাকলেও তাঁর স্ট্রাইক রেট নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ১৫০.৩৯ স্ট্রাইক রেট টি-টোয়েন্টিতে খারাপ নয়। কিন্তু এবারের আইপিএলে যে রকম রান-উৎসব দেখা যাচ্ছে, হেড-হাইনরিখ ক্লাসেনদের মতো প্রতিষ্ঠিত তারকারা কিংবা অভিষেক শর্মা-জেইক ফ্রেজার ম্যাগার্কদের মতো তরুণেরা যেভাবে

ব্যাট হাতে ‘মহাপ্রলয়’ বইয়ে দিচ্ছেন, সে তুলনায় কোহলির স্ট্রাইক রেটকে কমই বলতে হচ্ছে। তাঁর রানও দলের তেমন কাজে দিচ্ছে না। ৮ ম্যাচের ৭টিতেই হেরে লিগ পর্ব থেকে বিদায়ের প্রহর গুনছে বেঙ্গালুরু। তবে সৌরভ মনে করেন, কোহলির ৪০ বলে সেঞ্চুরি করার সামর্থ্য আছে। এ মুহূর্তে আইপিএলের আরেক ফ্র্যাঞ্চাইজি দিল্লি ক্যাপিটালের পরিচালকের দায়িত্বে থাকা সৌরভ বলেছেন, ‘বিরাট কোহলির ৪০ বলে সেঞ্চুরি করার সামর্থ্য আছে। ওকে ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলতে হবে, প্রথম বল থেকেই মারতে হবে।’

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে কোন দুজনের ওপেন করা উচিত, সে ব্যাপারেও নিজের ভাবনা জানিয়েছেন সৌরভ, ‘আমার ব্যক্তিগত মত হলো, রোহিত ও বিরাট টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ওপেন করুক। এটা খেলায় বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন আনবে না। ওদের এটা করার সামর্থ্য আছে। ৫০ ওভারে বিশ্বকাপে আপনারা রোহিতকে দেখছেন। সে নেমেই মারত। এ কারণেই আমরা অসাধারণ দল ছিলাম। রোহিত প্রথম ৭-৮ ওভারে প্রতিপক্ষের ওপর যে চাপ তৈরি করত, সেটা মিডল অর্ডারকে দম ফেলার সুযোগ করে দিত। আমি মনে করি, বিরাট ও রোহিতেরও (টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে) সেটা করা উচিত। ওরা অসাধারণ খেলোয়াড়।’

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**